বিদেশে উচ্চশিক্ষা

সুন্দর ভবিষ্যতের হাতছানি

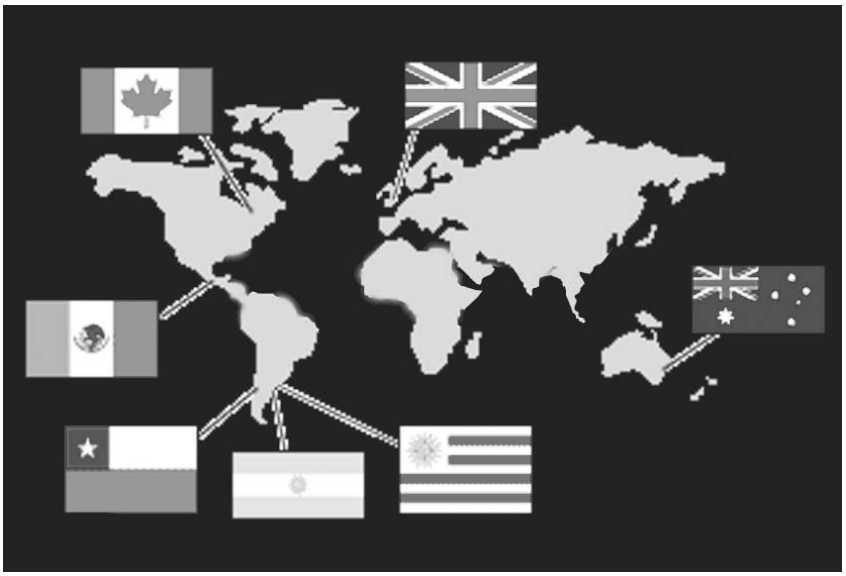

†`‡ki eZgvb D”Pwk¶vi gvb mLKi bq| GKw`‡K m‡hv‡Mi Afve Ab¨w`‡K ci‡bv wm‡jevm w`‡q MZvbMwZK avivq GwM‡q P‡j‡Q wk¶vi GB chvqwU| d‡j †`‡ki wk¶v_xiv we‡ki m‡½ Zvj †gjv‡Z cvi‡Q bv| Ab¨w`‡K GB ci‡bv avivi wk¶vq wkw¶Z n‡q †m we‡`‡k †Zv bqB– †`‡ki evRv‡iB PvKwi cv‡”Q bv| wKš DbZ we‡ki wewfb wekwe`¨vj‡q G †`‡ki wk¶v_x‡`i D”Pwk¶vi m‡hvM i‡q‡Q| covïbvi cvkvcwk Gme †`‡k i‡q‡Q PvKwii m‡hvM... wj‡L‡Qb RwKi †nv‡mb

এমন একটা সময় ছিলো যখন শহরগুলোতে হাতে গোনা কয়েকজন পাওয়া যেত বিভিন্ন পেশার মানুষ যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। আর এখন প্রতি মহল্লাতেই কয়েকজন পাওয়া যাবে যারা বিদেশে পড়াশুনা করে এসেছেন কিন্তু দেশে এসে বেকার অথবা পারিবারিক কারও সঙ্গে বা বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করছেন। এভাবে উচ্চশিক্ষার নামে নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করা বোঝায়। অপচয় হচ্ছে দেশের অর্থ, অথচ বিদেশ থেকে বোঝা হয়ে আসছে আজকাল কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী। ধরে নেওয়া যাক এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এর পেছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি কেস স্টাডি দেওয়া হলো :

(ক) লুটন উপশহর লন্ডন (যুক্তরাজ্য) থেকে খুব একটা দূরে নয়। সড়কপথে লুটন থেকে লন্ডন পৌঁছাতে ৩০-৩৫ মিনিট সময় লাগে (নির্ভর করে ট্রাফিক ব্যবস্থার ওপর) এবং রেলপথে লুটন থেকে লন্ডন পৌঁছাতে সময় লাগে ১৫-১৭ মিনিট। লুটন শহরে ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশীদের বসবাস অনেক আগে থেকেই।

এ উপশহরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নামী-দামি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চশিক্ষার্থে আসে। বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই এসব নামী-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসে। এদের বেশির ভাগই কিছুদিন পর পড়াশুনা বন্ধ করে দেয় এবং পাউন্ডের আশায় অড জবে নেমে পড়ে।

শহরটিতে সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ হয়েছে বিভিন্ন কারণে। বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগই ঢাকার শিক্ষার্থী। এদের কারো বাবা সরকারি কোনো উচ্চপদস্থ কমকর্তা অথবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাংলাদেশী ছেলেরা পড়াশুনা বাদ দিয়ে ছুটছে অর্থের নেশায় এবং আরাম-আয়াসের প্রত্যাশায়। লুটন উপশহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় এরা ৭/৮ জন মিলে বাসা ভাড়া নেয়। ধরে নেই একটি বাড়িতে ৫টা কক্ষ আছে। মাসিক ভাড়া দিতে হয় আনুমানিক প্রায় ৮০০-১০০০ স্টার্লিং পাউন্ড। ৭/৮ জন মিলে এটা শেয়ার করে। কারো সকালে কাজের ডিউটি থাকে আবার কারো বা মধ্যরাতে ডিউটি। ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন আইনে একজন রেগুলার শিক্ষার্থী সপ্তাহে গড়ে ১৫-২০ ঘন্টা পার্টটাইম চাকরি করতে পারে। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়তো প্রথম দু-একদিন ক্লাস করেছে এবং পরবর্তীতে সপ্তাহে ১৩০ পাউন্ডের চাকরির লোভে পড়াশুনাই বন্ধ করে দেয়। প্রথমে এসে কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরিচয়পত্র পায়, এরপর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কার্ড করে নেয় শিক্ষার্থীরা। এতে করে খন্ডকালীন চাকরি পেতে সুবিধা

হয়। এ ধরনের ছাত্ররা সাধারণত ফাস্টফুড, গ্রোসারি শপে, রেস্টুরেন্টে , ওয়ার হাউজে, কল-কারখানায় অড জব করে থাকে। প্রতি সপ্তাহের বেতন ব্যাংক থেকে তুলে কেউ কেউ নাইট ক্লাবে যায়, বন্ধুদের নিয়ে ভাড়া করা গাড়িতে লংড্রাইভে, আবার কেউ কেউ পোশাক এবং মদ্যপানে ব্যস্ত থাকে। বাংলাদেশে অভিভাবকগণ তো জানেনই তাদের সুসন্তান বিলেতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এক সেমিস্টার শেষ হলে পরবর্তী সেমিস্টারের জন্য ফি দিতে হয়। বাংলাদেশ থেকে সেটা ম্যানেজ করে ছেলের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে পাঠানো হয়। এরপর ঐ সেমিস্টারের পয়সা দিয়ে নতুন মডেলের একটা ব্যবহৃত গাড়ি কেনা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র অথবা মিউজিক সিস্টেম কেনা, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে এখানে-ওখানে আড্ডা মারা, ধূমপান করা, রাতে চুটিয়ে চুটিয়ে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বাংলা ভয়েস চ্যাট রুমে ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি আয়েস করে থাকে। ভিসার মেয়াদ শেষ হবার আগেই কোনো কোনো কম খরচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় ভর্তি হয়ে ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে নেয় ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বাংলাদেশে ফোন করে অভিভাবকদের জানানো হয় যে লেখাপড়া ভালোই চলছে এবং ফলাফল আশানুরূপ। এদিকে বাবা-মা তো মহাখুশি। অতঃপর তিন বছরের কোর্স সম্পন্ন এবং বাংলাদেশে ফেরার সময় কোনো দুই নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা অসাধু ব্যক্তির থেকে নকল মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট নিয়ে আসে। পাঠকগণ আপনারা বলুন, যে সন্তানকে তার বাবা-মা দেশের অর্থ অপচয় করে উচ্চশিক্ষার্থে বিলেত পাঠিয়েছেন, সে সন্তানের এহেন শিক্ষা সম্পন্ন করায় দেশ ও জাতি কি পেল? হয়তো অনেক অভিভাবক আমার এ লেখাটা পড়ে চমকে উঠবেন। হয়তো অনেক ছাত্র-ছাত্রী আমার ওপর নাখোশ হবে, কিন্তু এটাই যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার বাস্তব চিত্র।

তবে অবশ্যই এর শ্রেণী আলাদা। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এরূপ করে থাকে এবং খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী যারা পোস্টগ্র্যাজুয়েট এবং উচ্চতর গবেষণায় বিলেত যায় তাদের ক্ষেত্রে এমনটা খুব একটা দেখা যায় না। সুতরাং অভিভাবকদের অবশ্যই সচেতন হওয়া আবশ্যক এবং বিদেশে তাদের সন্তানেরা কোথায় পড়াশুনা করছে ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও পড়াশুনার পাশাপাশি খন্ডকালীন চাকরি করা বেশ কষ্টসাধ্য, তবে অনেক শিক্ষার্থীই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শত কষ্ট করেও অন্তত লেখাপড়া চালিয়ে যায়- এমনও নজির দেখা যায় মাঝে মাঝে।

(খ) রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ, যার রাজধানী ডাবলিন। বিদেশী শিক্ষার্থীরা এ দেশে সপ্তাহে ১৫-২০ ঘন্টা খণ্ডকালীন এবং ভ্যাকেশনে ফুলটাইম চাকরি করতে পারে। একমাত্র রাজধানী ডাবলিন শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের খন্ডকালীন চাকরির অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। অন্যান্য শহর যেমন- লিমারিক, গ্যালওয়ে, কোর্ক, ওয়াটারফোর্ড এসব স্থানে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের খন্ডকালীন চাকরির সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। ২০০১ সালে গিয়েছিলাম ডাবলিন শহরে। নামী-দামি এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবারের আয়োজন ছিলো আমার জন্য। আমি ও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন ডাইরেক্টর বসে গল্প করছি। একটু পরেই বেশ সুস্বাদু দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন খাবার পরিবেশন করা হলো। যে যুবকটি খাবার পরিবেশন

উচ্চশিক্ষায় যুক্তরাজ্য যাবেন! কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন

আপনার যদি কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্র অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আপনি ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তথ্যসংবলিত হ্যান্ডবুক ডাকযোগে পেয়ে যাবেন। ওখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভর্তির নিয়মাবলী ভালো করে পড়ে নিন। এবার পরিবারের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করুন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পর সংরক্ষিত আবেদনপত্র পূরণ করুন এবং সঙ্গে যেসব কাগজপত্র চাওয়া হয় সেগুলো সংযুক্ত করুন। যদি কোনো আবেদন ফি চাওয়া হয়, তাহলে আপনাকে স্থানীয় কোনো ব্যাংক থেকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্রগুলোর ফটোকপি, পাসপোর্ট থাকলে প্রথম পাঁচ পাতার ফটোকপি, বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসপেক্টাস এবং মূল আবেদনপত্র ব্যাংকে নিয়ে যেতে হবে। এবার ড্রাফটির একটি ফটোকপি রেফারেন্স ফাইল করে রাখুন। আবেদনপত্রের একটা ফটোকপি রাখুন। কুরিয়ার অথবা বিশেষ ডাকযোগে ওগুলো পাঠিয়ে দিন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। একই সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ভর্তি অফিসে একটি ই-মেইল অথবা ফ্যাক্স করে জানিয়ে দিন আপনি কি কি এবং কবে ডাক পাঠিয়েছেন।

আপনার ভর্তি নিশ্চিত হলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পনেরো কিংবা এক মাসের মধ্যে পেয়ে যাবেন লেটার অব অ্যাডমিশন এবং ভর্তি নিবন্ধীকরণ পত্র। যদি প্রতিষ্ঠানটি কোনো টিউশন ডিপোজিট চায়- তাহলে একটি ফাইনানসিয়াল ইনভয়েস সংযুক্ত করে পাঠাবে। পুনরায় ব্যাংকে গিয়ে ইনভয়েসটি জমা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক ড্রাফট করে আনুন। এবার ড্রাফটি কুরিয়ার বা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং একইভাবে ই-মেইল বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে অবহিত করুন। দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অরিজিন্যাল মানি রিসিপ্ট এবং ইমিগ্রেশন রেফারেল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেয়ে যাবেন। এবার ভিসা আবেদনের জন্য প্রস্তুতি নিন।

গুলশান-১-এ নাভানা টাওয়ারের পেছনের দিকে রাস্তায় দেখতে পাবেন সাইমুন সেন্টার। ওখানে ২য় তলায় VFS অফিস অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্যের ভিসা আবেদনকারীদের আবেদনপত্র এবং ফি গ্রহণ করে থাকে এবং যুক্তরাজ্য হাইকমিশনে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে স্টুডেন্ট ভিসা আবেদনপত্র সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আবেদন ফি সংযুক্ত করে একই অফিসে জমা দিন। এখানকার কো-অর্ডিনেটরবৃন্দ আপনার আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত কাগজপত্র ঠিক আছে কি না দেখে নেবেন। তবে VFSকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। সব কাগজপত্র ঠিক থাকলে আপনাকে ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় সংবলিত রিসিপ্ট পেয়ে যাবেন। তারিখ ও সময় অনুযায়ী চলে যান যুক্তরাজ্য হাইকমিশনের ইমিগ্রেশন দপ্তরে। মনে রাখবেন VFS অফিসে কিন্তু আপনার সমস্ত কাগজপত্রের একসেট ফটোকপি জমা দিতে হবে। অরিজিনাল কপিগুলো ভিসা সাক্ষাৎকার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

কি ধরনের ডকুমেন্টস্ দরকার হয় : ১. অ্যাডমিশন কানফারমেশন, ২. রেজিস্ট্রেশন কানফারমেশন, ৩. টিউশন ডিপোজিট পেইড স্লিপ, ৪. অ্যাকোমোডেশন নিশ্চিতকরণ পত্র, ৫. স্পন্সরশিপ (নোটারি পাবলিক থেকে করা), ৬. স্পন্সরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সার্টিফিকেট (নোটারি পাবলিক), ৭. অরিজিনাল পাসপোর্ট, ৮. পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট, ৯. স্পন্সরের গত এক বছরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংক সলভেন্সি লেটার, ১০. স্পন্সরের ব্যবসায়িক কাগজপত্র (ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স পেপার), ১১. স্পন্সরের সম্পত্তির বিবরণ (নোটারি পাবলিক থেকে করা), ১২. জব লেটার এবং এডুকেশন লিভ লেটার (যদি কর্মরত থাকেন), ১৩. বিবাহের কাবিননামা এবং ছবি (যদি বিবাহিত হন), ১৪. ব্যক্তিগত কোনো ব্যাংক লেনদেন থাকলে ছয় মাসের স্টেটমেন্ট, ১৫. অরিজিনাল এডুকেশনাল মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট, ১৬. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড), ১৭. ভিসা আবেদন ফি এবং পূরণকৃত আবেদনপত্র, ১৮. IELTS অথবা TOEFL স্কোর (যদি থাকে), ১৯. প্রতি মাসের বেতনক্রম তালিকা (যদি চাকরিতে থাকেন), ২০. ক্রেডিট CGPA (বর্তমানে যারা পড়াশোনা করছেন), ২১. ক্রেডিট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নো অবজেকশন চিঠি, ২২. আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (এক পাতায় লিখিত) যদি সম্ভব হয়।

ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় কি কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন

1. Please tell your education history- Where you studied and qualifications obtained.
2. Have there been any gaps in time between your last period of study and now? If so, please tell exactly what you have been doing in that time?
3. What documents have you provided to demonstrate what you have been doing during this gaps in your studies?
4. Why did you select your proposed course and how did you find out about it?
5. Have you studied any relevant courses, if so-What? what documents have you produced to demontrate this?
6. How is your proposed course structed and what subjects will you follow on the course?
7. What specific benifits will this course bring to you?
8. Why have you chosen to study abroad or in UK? How does this course differ from similar courses available in Bangladesh?
9. Do you have relatives who have studied/are studying overseas? If so, please state where, what they are doing now and how they were funded?
10. Please state the cost of your course per annum, the cost of your accommodation per annum, and living expenses per annum. Then taking that into account, what will your total expenses be for the duration of your course?
11. What documents are you submitting from your proposed college to show how much your fees and living expenses will be?
12. Who is your sponsor? How are you related to him/her?
    What is their occupation? What is their annal income? How many people are the financially responsible for?
13. What documents are you submitting to show that your sponsor can afford to pay for your study and living expenses in the UK?
14. Is English your first language? If not, what qualifications do you have in English proficiency?
15. What you intend to do on completion of your proposed studies in the UK?
16. Have you ever been refused a student visa to any other country? If so, why?
17. Are you married? Do you have children? What brothers and sisters do you have? what are their ages? Where are they? What do they do?
18. How many hours of organized study will you do per week?
19. How did you arrange your admission to UK?
20. Do you intend to get job during your study in UK?
21. If you don't get visa, What is your alternate plan?
22. Please tell a part of course curriculum that you intend to study?
23. What is the weather in the proposed city of UK that you intend to study? Do you have any idea?
24. How do you plan the journey from Dhaka to your UK?

করছিলো- দেখে মনে হলো বাংলাদেশী। কিছুটা কৌতূহল নিয়েই প্রশ্ন করে ফেললাম, 'আপনি কি বাংলাদেশী?' 'এখানে কোথায় থাকেন?'

'কতদিন ধরে এ রেস্টুরেন্ট কাজ করছেন?' 'আয়ারল্যান্ডে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে এসেছেন?' উত্তর এলো ঢাকার উত্তরা থেকে ছয় মাস হলো ছেলেটি ডাবলিনে এসেছে পড়াশুনার জন্য। সব মিলিয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ হয়েছে (টিউশন ফি এবং যাতায়াত বাবদ)। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করতে এসেছে, আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন ডাইরেক্টরের সঙ্গে আহার করছি। এরপর বেশি কথা না বাড়িয়ে ওকে বাংলায় বললাম, কেন পড়ালেখা বাদ দিয়ে এভাবে কাজ করা হয়? উত্তরে যুবকটি বললো, দেশ থেকে আসতে টাকা খরচ হয়েছে, আর দেশেও টাকা পাঠাতে হয়। যুবকটি আরো জানালো, আইরিশ মেয়ে বিয়ে করে ওখানে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছা আছে।

সুপ্রিয় পাঠক, বুঝতে পারছেন কেন ছেলেটি রেগুলার পড়াশুনা বাদ দিয়ে এভাবে অড জব করছে এবং কেন সে বাংলাদেশে ফিরে আসতে চায় না? এমনিভাবে হাজারো বাংলাদেশী শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশে জীবন যাপন করছে। আমরা ক'জনই তাদের প্রকৃত খবর জানি?

(গ) পেশাগত ব্যস্ততায় লন্ডন (যুক্তরাজ্য) শহরের সঙ্গে আমার প্রায় আট বছরের পরিচয়। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে হাজিরা দিতে পরিচয় হয় অনেক নতুন মুখের সঙ্গে। বিশেষ করে লন্ডনে বাংলাদেশী মানে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এরা শক্ত ভিত গেঁথে আছে এ শহরে। লন্ডনের 'টাওয়ার হ্যামলেট' শহরাংশ ধরতে গেলে বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা। একে একে প্রজন্ম গড়ে উঠেছে শহরটিতে। স্থানীয় ব্যবসা, বাংলা পত্রিকা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, স্কুল, কলেজ, ট্রেনিং সেন্টার, এনজিও, ব্যাংক, বীমা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বাংলাদেশীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। অবশ্য বাংলাদেশীদের পাশাপাশি ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং কিছু আফ্রিকার দেশসমূহের মানুষ সমভাবে বসবাস করছে শহরের এ অঞ্চলে। সমস্ত যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশীদের গর্ব এই টাওয়ার হ্যামলেটের 'বাংলা টাউন' বা ব্রিকলেন। মনে হয় যেন মিনি বাংলাদেশ।

রয়েছে আলতাব আলী পার্কে বাংলাদেশের ভাষাশহীদের স্মরণে 'শহীদ মিনার'। মসজিদ, মাদ্রাসা, বাংলাদেশী রকমারি তরিতরকারি-মাছ-মাংসের দোকান, আলাউদ্দিন বা বম্বে সুইটসের মতো মিষ্টির দোকান, পান-সুপারির দোকান, শাড়ি-গহনা কিংবা বোরকা-পাঞ্জাবির দোকান, নজরুল একাডেমী, রবীন্দ্র একাডেমী, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, উদীচী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা-প্রশাখা, ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণের জন্য কর্মসংস্থান সেন্টার, বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংকের শাখা, বিভিন্ন স্টাইলে ট্র্যাডিশনাল বাংলা রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। এক কথায় লন্ডনের মতো ব্যস্ততম শহরে দেশের প্রকৃতি এবং কৃষ্টি কিছুটা হলেও খুঁজে পাওয়া যায় এ বাংলা টাউনে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রী যুক্তরাজ্যে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক, তাঁদের প্রথম পছন্দের শহর লন্ডন।

দু' বছর আগে পরিচিত এক বন্ধুর বাসায় ঈদের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। প্রবাসের ঈদ মানেই কিছুটা স্বস্তি। শত ব্যস্ততায় অন্তত ঈদের দিনে পরস্পরের দেখা হয়, কথা হয়। বন্ধুর স্ত্রী আমাকে বললেন, 'ভাই, আমার এক পরিচিত ছোট ভাই কানাডা থেকে গত ৪ দিন হলো এসেছে লন্ডনে।' 'ও বর্তমানে অমুক হোস্টেলে আছে।' 'একটু পরেই আসবে আমাদের বাসায়।' প্লিজ, ওর

জন্য সঠিকভাবে কিছু একটা করুন! আপনার পরামর্শ এ মুহূর্তে বেশ গুরুত্বপূর্ণ!' পরের দিন ছেলেটাকে ডাকলাম আমার অফিসে। সমস্ত কাগজপত্র দেখলাম। কানাডা থেকে বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে টরন্টোর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, কিন্তু এখনও চূড়ান্ত ফলাফল বের হয়নি। আমি ওকে বললাম কেন সে কানাডাতে চূড়ান্ত ফলাফল না নিয়ে লন্ডনে এসেছে। উত্তরে বললো, 'কানাডায় মন ভালো লাগছে না। যদিও প্রচন্ড ঠান্ডায় জীবনযাত্রা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, তবে ছাত্রদের জন্য খন্ডকালীন চাকরির বড়ই অভাব ওখানে। এছাড়া লোকাল কানাডীয়দের তো বেকারত্ব রয়েছে। আমি বললাম, এজন্য হুট করে তুমি ভালোমতো না জেনে, না দেখে লন্ডনে চলে এলে! 'লন্ডনে আসার পেছনে আর একটি বিশেষ কারণ আছে'-ছেলেটি বললো। জানতে চাইলাম, কারণটি কি? গত দুই বছর যাবৎ ইন্টারনেটে এক ব্রিটিশ বাঙালি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমরা এমনও দিন গেছে ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিফোনে আলাপ করে সময় কাটিয়েছি এবং মাঝে মাঝে মেয়েটির মা ও বোনদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। মূলত লন্ডনে হঠাৎ করে চলে আসার পেছনে মেয়েটির অতি উৎসাহ কাজ করেছে।

সে আমাকে প্রস্তাব দিলো 'লন্ডনে নাকি অনেক ভালো ভালো চাকরি পাওয়া যায় এবং এখানে এসে চাকরি করলে তাঁর বাবা-মা আমাকে ভালো পাত্র হিসেবে বেছে নেবেন'-ছেলেটি জানালো।

লন্ডনে যে বিষয়ে ছেলেটি পড়তে এসেছে তা নিতান্ত ভোকেশনাল ডিপ্লোমা কোর্স একাউন্টিংয়ের ওপর। কানাডায় তিন বছর আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়ার পর এমন কোর্সে লন্ডনে পড়তে আসার কোনো যুক্তি নেই। যাই হোক ছেলেটির কাছে মাত্র তিনশত পাউন্ড ছিলো। পরের দিন ওকে আমার এক পরিচিত ছাত্রের বাসায় থাকা-খাওয়া ঠিক করে দিলাম এবং ইন্ডিয়ান এক রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম জবের ব্যবস্থা করে দিলাম। এক সপ্তাহ পরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টারে তিন মাসের ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্সে ভর্তি করে দিলাম। যদিও ছেলেটিকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলাম এবং ছয় মাস পর ওটা যথাযথ ফেরত পেয়েছিলাম। প্রায় ৪ মাস পর ওর সঙ্গে দেখা এবং জানতে চাইলাম- ' তোমার বান্ধবীর খবর কি?' উত্তরে বললো 'ভাইয়া আমার লাইফ হেল হয়ে গেছে। যাকে বিশ্বাস করে লন্ডনে এসেছি, কানাডায় সবকিছু ছেড়েছি, আমি চরমভাবে প্রতারিত হয়েছি।' ব্যাপারটা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আরেকটু জানতে চাইলাম বিস্তারিত । ছেলেটি বললো 'ভাইয়া, মেয়েটি আমাকে কথা দিয়েছিলো লন্ডন এসে চাকরি করলে, ও আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু মেয়েটি এবং তার বাবা-মায়ের উল্টো কথা এখন। আমাকে বলে যে বেতন আমি পাই তাতে দু'জনের সংসার চলবে না। আর বিয়ে

যুক্তরাজ্যের কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

1. University of Aberdeen
International office
Aberdeen AB24 3FX
UK
Ph : 44(0) 1224 272090
Fx : 44(0) 1224 272576
E-mail : sras@abdn.ac.uk
Web : www.abdn.ac.uk

2. Angelia Polytechnic University
East Road, Cambridge CBI 1PT
UK
Ph : 44(0) 1223 363271
Fx : 44(0) 1245 348772
E-mail : international@anglia.ac.uk
Web : www.anglia.ac.uk

3. Brodford College
Great Horton Road
Brodford BD7 1AY
UK.
Ph : 44(0) 1274 753348
Fx : 44(0) 1274 736175
E-mail : International @bilk.ac.uk
Web : www.bilk.ac.uk

4. Brunel University
Uxbridge
Middlesex UB8 3PH, UK
Ph : 44(0) 1895 203076
Fx : 44(0) 1895 303084
E-mail : international office@brunel.ac.uk
Web : www.brunel.ac.uk

5. Canterbury Christ Church University College
International Office
North Holmes Road
Canterbury, Kent CTI IQU
Ph : 44(0) 1227 458459
Fx : 44(0) 1227 781558
E-mail : ipo@cant.ac.uk
Web : www.cant.ac.uk

6. University of East London
Longbridge Road,
Dagenham
Essex RM8 2AS, UK
Ph : 44(0) 208 223 2104
Fx : 44(0) 208 5909203
E-mail : international@uel.ac.uk
web : www.uel.ac.uk

7. University of Essex
Wivenhoe Park
Colchester C04 3SQ, UK
Ph : 44(0) 1206 873666
Fx : 44(0) 1206 873423
E-mail : admit@essex.ac.uk
Web : www.essex.ac.uk

8. University of Greenwich
International Office
Queen Anne Court
30 Park Row, London, SE10 9LS
UK
Ph : 44(0) 208 331 8701
Fx : 44(0) 208 331 8625
E-mail : intoffice@gre.ac.uk
Web : www.gre.ac.uk

9. The University of Hull
International office
cottingham Rood, Hull
Hu6 7Rx, Uk
Ph: 44(0)1482 466904
Fx: 44(0) 1482 466554
E-mail: international@admin.hull.ac.uk
web: www.hull.ac.uk

10. University of leeds
International office
leeds Ls2 9jt, uk
ph: 44(0) 113 233 2930
Fx: 44(0) 113 233 2947
E-mail: colour@leeds.ac.uk
web: www. leeds.ac, uk

11. University of Leicester
International office
University Road, Leicester LE1 7RH,uk
Ph: 44(0) 116 252 2296
Fx: 44(0) 116 252 5127
E-mail: int-off@le.ac.uk
web: www. le.ac.uk

12. The University of Liverpool
International Recruitment @ Relations office
senate House, Abercromby square, Liverpool
L69 3Bx, uk
ph: 44(0) 151 794 6730
Fx: 44(0) 151 794 6733
E-mail: irro@liv.ac.uk
web: www.liv.ac.uk

13. Queen Mary, University of London
International office
Mile End office, London E1 4NS.uk
Ph: 44(0) 207 882 3066
Fx: 44(0) 207 882 5556
E-mail: international-office@9mw.ac.uk
web:www.9mw.ac.uk

14. The Nottingham Trent University
Burton street, Nottingham
NG1 4BU, uk
ph: 44(0) 115 848 3040
Fx: 44(0) 115 848 6636
E-mail: int.office@ ntu.ac.uk
web: www. ntu.ac.uk

15. Oxford Brookes University
Gipsy lane, Oxford OX3 OBP,UK
Ph: 44(0) 1865 484848
Fx: 44(0) 1865 483616
E-mail: international@brooks.ac.uk
web: www. Brookes. ac. Uk

16. Queen's University belfast
Belfast BT7 INN, uk
ph: 44(0) 289033 5081
Fx: 44(0) 289024 7895
E-mail: admissions@qub.ac.uk
web: www.qub.ac.uk

17. University of Sheffield
4 palmerston Road
sheffield S10 2TE, UK
Ph: 44(0) 114 276 8966
Fx: 44(0) 114 272 9145
E-mail: international@sheffield.ac.uk
web: www.shef.ac.uk

18. Carlisle college
Victoria place, carlisle
CA11 IHS, uk
ph: 44(0) 1228 822726
Fx: 44(0) 1228 514677
E-mail: wridley@carlisle.ac.uk
web: www. Carlisle.ac.uk

করতে হলে মেয়েটির বাবা মায়ের ব্যাঙ্ক একাউন্টে দশ হাজার পাউন্ড ডিপোজিট রাখতে হবে যা ভবিষ্যতে মেয়েটির প্রয়োজন হতে পারে।'

সুপ্রিয় পাঠক, এখন আপনারা ভাবুন এ ঘটনাও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশী সমাজ নিয়ে। এটার সঙ্গে জড়িত আবেগ, ভালোবাসা, ইন্টারনেট, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, হতাশা, বিষণ্নতা, একাকীত্ব, আর্থিক দুরবস্থা সিদ্ধান্তহীনতা, সঠিক সঙ্গী নির্বাচন না হওয়া, জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের হাজারো ঘটনা নিয়ে দেশ প্রবাসে শিক্ষার্থীদের কেটে যায় এক মর্মাহত জীবন। তবে এ ধরনের ঘটনা সাধারণত নির্ভর করে ব্যক্তি এবং অবস্থার বিশ্লেষণে।

উপরোক্ত তিনটি কেস স্টাডি নিশ্চয়ই সকলের সামনে অন্তত একটা স্পষ্ট ধারণা দাঁড় করাতে পেরেছে। যদিও সবার ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। তবে সবারই উচিত এ সকল ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বন করা। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় একজন বাংলাদেশী ছাত্রের বিদেশে পড়াশুনার জন্য। পড়ালেখা শেষ করে যদি সে ঐ সকল দেশে বসবাস করতে হয় তার জন্য প্রয়োজন নিজের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটানো। এ সকল দেশ থেকে ওয়ার্ক পারমিট এনে সঠিক নিয়মে পুনরায় কাজ করতে যাওয়ার ব্যবস্থা করাই উত্তম। এছাড়া বিভিন্ন

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মাইগ্রেশন নিয়ম-কানুন আছে, সেগুলো দক্ষ আইনবিদের মাধ্যমে জেনে আবেদন করেও সুযোগ-সুবিধা নেওয়া যায়। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, প্রবাসে যে সকল বাংলাদেশী স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এদের বেশির ভাগই রাজনৈতিক আশ্রয়, আশ্রয় কিংবা বিশেষ ক্যাটাগরিতে আবেদিত, অথবা অবৈধভাবে বসবাস করছেন। উচ্চতর গবেষণা এবং দক্ষ কর্মসংস্থানে খুব কমসংখ্যক বাংলাদেশীদের পাওয়া যাবে যারা প্রবাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। অবশ্যই এ সকল কারণগুলোর পেছনে রয়েছে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং পারিবারিক দূরত্ব। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণসমূহও এ ধরনের অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের সরকার ও বিরোধীদলের অব্যাহত রেষারেষির কারণে ক্রমান্বয়ে পঙ্গু হচ্ছে সম্ভাবনাময় একটি দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মুক্তির স্বাধীনতা যাদের ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে- এদেশের ১৪ কোটি মানুষকে অবশ্যই তাদের আত্মার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে দেশ চলতে থাকলে আমরা আরও পিছাবো।

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কিভাবে প্রস্তুত করবেন? চারটি স্তর থেকে আপনি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন। মাধ্যমিক স্তর বা ও-লেভেল পাস করার পর; উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বা এ-লেভেল পাস করার পর; ২ বছর ডিগ্রি পাস কোর্স অথবা তিন বছর অনার্স কোর্স অথবা চার বছর ব্যাচেলর ডিগ্রি পাস করার পর; এক অথবা দুই বছর মাস্টার্স পাস করার পর।

প্রথম স্তর (মাধ্যমিক অথবা ও-লেভেল পাসের পর) : যদিও এ সময় শিক্ষার্থীদের বয়স পরিপূর্ণ আঠারো না হয় এবং বিদেশে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবুও কিছু কিছু অভিভাবকবৃন্দ তাদের ছেলে-মেয়েদের এ অবস্থান থেকে বিদেশে পাঠাতে চান। এ ক্ষেত্রে ভারত এবং মালয়েশিয়াই প্রাধান্য পাওয়া

উচিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত যার সঙ্গে যোগাযোগ এবং সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বেশ দৃঢ় এবং মজবুত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে বহু নামী-দামি কলেজ, সেখানে থেকে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করতে পারে।

কিভাবে পরিকল্পনা করবেন? ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ সংগ্রহ করে নিতে পারেন। আজকাল বিভিন্ন এডুকেশনাল কানসালটিং ফার্ম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে ভারতে পড়াশুনার ওপর; ওখান থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন। এ ছাড়া ইন্টারনেটে ইয়াহু বা অন্য যে কোন সার্চ বক্সে গিয়ে Higher Secondary Institutes in India এ বাক্যটি লিখে এন্টার করলে দেখতে পাবেন প্রায় কয়েক'শ ইন্ডিয়ান কলেজের বিভিন্ন তথ্যাদি। এবার ই-মেইল করে জেনে নিন ভর্তির নিয়মাবলী। মনে রাখবেন ভর্তির ক্ষেত্রে কোন কোন সময় আবেদন ফি লাগে যা আপনাকে স্থানীয় ব্যাংক থেকে ড্রাফট করে পাঠাতে হয়। ভর্তি নিশ্চিতকরণ চিঠি এবং ইনভয়েস পেলে অতঃপর প্রথম ছয় মাসের টিউশন ফি এবং থাকা-খাওয়া খরচ ব্যাংক ড্রাফট করে নিন। এরপর সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন করুন। ভিসাপ্রাপ্তির পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট আবেদন করে সংগ্রহ করুন। জানিয়ে দিন আপনার যাত্রা এবং আগমন তারিখ কলেজ কর্তৃপক্ষকে। অভিভাবকগণ অবশ্যই মনে রাখবেন, যে কোনো এডুকেশন কলসাল্টিং ফার্মে গেলে একটি নির্দিষ্ট হারে পেশাগত সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। ইন্ডিয়াতে যে কোন বিদেশী শিক্ষার্থীর স্থানীয় পুলিশ অফিসে নিবন্ধন করতে হয়। এছাড়া নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনেও একটা পরিচিতিমূলক ফাইল পাঠিয়ে দিন ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য। অভিভাবকদের ওখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-মেইল কিংবা পত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত।

মাধ্যমিক স্তর থেকে মালয়েশিয়ায় পড়াশুনা করতে চাইলে সে ক্ষেত্রে অভিভাববকগণ ঢাকাস্থ মালয়েশিয়ান হাইকমিশনে পত্র যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া ইন্টারনেটে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে Higher Secondary Colleges in Malaysia এটা টাইপ করে এন্টার করলে বহু সংখ্যক College-এর বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত বিভিন্ন ওয়েব সাইট পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ায় পড়াশুনার জন্য (সেকেন্ডারি, উচ্চ মাধ্যমিক, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট www. studymalaysia.com. জাতি হিসেবে মালয়েশিয়ানরা বেশ অতিথিপরায়ণ। তাছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি এবং সামাজিকতায় আমাদের জীবনযাত্রায় মিল রয়েছে। নির্ধারিত ভর্তি আবেদন ফি মালয়েশিয়ান কলেজে ড্রাফট করে এবং সঙ্গে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পাঠালে ওখান থেকে ভর্তি নিশ্চিতকরণ পত্র এসে যাবে। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক টিউশন ডিপোজিট চাইতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে ভর্তি পেপারের সঙ্গে ইনভয়েস পাঠিয়ে দেবে ওখান থেকে। সপ্তাহ দুয়েক পর মালয়েশিয়ান ইমিগ্রেশন রেজিস্ট্রেশন (শিক্ষার্থী ভিসা নম্বর) এবং অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র ওখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনার ঠিকানা বরাবর পাঠিয়ে দেবে। ঢাকার বিভিন্ন এডুকেশনাল কনসালটিং কোম্পানি মালয়েশিয়ার পড়াশুনার ওপর বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। প্রয়োজন বোধে ঐসব কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তবে অবশ্যই তাদের একটি নির্দিষ্ট হারে পেশাগত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।

দ্বিতীয় স্তর (উচ্চ মাধ্যমিক অথবা এ-লেভেল পাসের পর) : উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিকল্পনামাফিক সামনে এগুতে হয়। কারণ জীবনের পেশাগত বিষয় এখান থেকেই নির্ধারিত হয়। যেসব ছাত্র-ছাত্রী কমার্স গ্রুপ থেকে পাস করে, তারা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট অথবা অনার্স কোর্স করতে পারেন- Accountancy, Advertising, Banking & Finance, Business Administration, Business Law, Economics, Human Resource Management, Management, Industrial Relation, International Business, Marketing, Office Administration, Public Relations, Travel & Tourism, Hotel Management, Secretarial Studies, E-commerce, Financial Management etc.

যেসব ছাত্র-ছাত্রী মানবিক বিভাগ থেকে পাস করে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর পরবর্তী পড়াশুনা করতে পারেন : - Social Science, Volunteerism, Law, Community Justice, Anthropology, psychology,child care, Nursing, Classical studies, Fine Arts, Music, Drama, Communication, Film and Television, English, Literature, Population Studies, Geography. History, Journalism, Media studies, Library & Information Science, philosophy, political science, Social work, Sociology, Teaching, performing Arts, Calligraphy, Fashion Design, Graphic Design, Interior Design, Sculpture, Astronomy, Beauty Therapy, Cultural Studies, Customer care, Modern & contemporary Dance, Printing & publishing, sports & recreation etc.

যেসব ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাশ করেন তারা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়ের ওপর পরবর্তী পড়াশুনা করতে পারেন- Agriculture Science, Aviation, Biology, Animal Science, Applied science, Medicine, Dentistry, Biotechnology,

ব্রিটেনের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট

www. barking college. ac. uk
www. barnet. ac. uk.
www. bexley. ac. uk.
www. bbk. ac. uk
www. bromley. ac. uk
www. camb. linst. ac. uk
www. capel. ac. uk
www. carshalton. ac. uk
www. csm. linst. ac. uk
www. cssd. ac. uk
www. chelsea. linst. ac. uk
www. city lit. ac. uk
www. hillcroft. ac. uk
www. imperial. ac. uk
www. ioe. ac. uk
www. kingston-college. ac. uk
www. lambeth college. ac. uk
www. lef. Linst. ac. uk
www. lse. ac. uk
www. sbu. ac. uk
www. mdx.ac.uk
www. morleycollege. ac. uk
www. newham. ac. uk
www. rhul. ac. uk
www. soas. ac. uk
www. southgate. ac. uk
www. tvu. ac. uk
www. ucl. ac. uk
www. west-thames. ac. uk
www. wimbledon. ac. uk
www. crowncollege. org. uk
www. londoncitycollege. Com
www. schillerlondon. ac. uk
www. candi. ac. uk
www. cwc. ac. uk
www. conel. ac. uk
www. cnwl. ac. uk
www. courtauld. ac. uk
www. croydoncollege.com
www. wlc. ac. uk
www. enfield. ac. uk
www. gcc. ac. uk
www. gsmd. ac. uk
www. hgsi. ac. uk
www. harrow. ac. uk
www. kcc. ac. uk
www. kingston. ac. uk
www. kcl. ac. uk
www. londonmet. ac. uk
www. orpington. ac. uk
www. qmul. ac. uk
www. rutc. ac. uk
www. roehampton. ac. uk
www. bruford. ac. uk
www. ram. ac. uk
www. rcm. ac. uk
www. south-thames. ac. uk
www. sm uc. ac. uk
www. tower. ac. uk
www. tcm. ac. uk
www. waltham. ac. uk
www. westking. ac. uk
www. stjamessparkcollege. co. uk
www. americancityuni. edu
www. holborncollege. ac. uk
www. ecops. co. uk

Chemistry, Computer Science, Information Technology, Dairy Science, Computer Information System, Earth Science, Ecology, Environment Science, Electronics, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Architecture, Computer Engineering, Electical Engineering, Environmental Engineering, Automobile Engineering, Marine Engineering, Marine Science, Forestry Engineering, Geology, Material Engineering, Entomology, Fishries, Biology, Food Science, Food Technology, Chemincal Engineering, Forestry, Genetic Science, Health Science, Horticulture, Human Nutrition, Hydrology, Physics, Industrial Mathemetics, Industrial Technology, Information Science, Landscape Architecture, Medical Laboratory Technology, Metrology, Microbiology, Pharmacy, Physical Education, Physiology, Physiotherapy, Plant Science, Soil Scince, Statistics, Theology, Veterinary Science, Zoology, Aeronautical Engineering, Computer Aided Design, Urban Planning, Cartography, Ceramic Engineering, Communication Engineering, Minerals Process Engineering, Occupational Therapy, Radiography, Medical Data Transcription, Biochemical Engineering, Forensic Biology, Cell Biology, Software Engineering, Hardware Engineering, Network Engineering, Telecommunication Engineering, Multimedia and web Designing, etc.

শিক্ষার্থীদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, যুক্তরাজ্য হলো আবিষ্কারের রাজ্য। সুতরাং বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা তৈরি করার জন্য যুক্তরাজ্যই শ্রেষ্ঠ স্থান। যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ে যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করার জন্য খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি- তবে বেশ মানসম্মত এবং বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার দুটি স্থান উন্মুক্ত থাকে। প্রথমটি হলো দেশের সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়া অথবা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন করা।

সরকারি বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রতিযোগিতায় বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই ছিটকে পড়ে। ভর্তি প্রক্রিয়া থাকলেও, এখানে রয়েছে বিভিন্নজনের তদ্বিরের ব্যবস্থা। আর প্রশ্নপ্রত্র ফাঁস তো মাঝে মাঝে রয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি কোচিং সেন্টারের অভূতপূর্ব প্রতারণা চোখে পড়ে। অবশেষে ছাত্র রাজনীতির কারণে এবং শিক্ষকদের দলীয় রেষারেষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন সময়মতো শেষ হয় না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা হতাশায় ভুগে। এবার আসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কথা নিয়ে। সম্প্রতি সরকার জরুরি আদেশ জারি করেছে। বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য। অবশ্যই এ কাজের জন্য সরকার প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এতো দেরিতে কেন? বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তো আরো আগে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারতো। সরকারি নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে বেশির ভাগ নামধারী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা নামক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। লাখ লাখ টাকা খরচ করেও শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পায় না ঐসব নামধারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। হয়তো এবার উন্নত হবে বলে সবাই আশা পোষণ করছেন।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা যাদের বিদেশে পড়াশোনার আগ্রহ আছে, তারা নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারেন :

সমস্ত ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ভিসা গাইডলাইনস যদি কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এডুকেশন কনসালটেন্সির মাধ্যমে করতে চান তাহলে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন-

- যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন করছেন, ওটার প্রসপেক্টাস বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনবোধে ওয়েবসাইটটি দেখে নিতে পারেন।
- ভর্তি প্রক্রিয়া এবং লেন-দেন সংক্রান্ত একটি সার্ভিস চুক্তিপত্র উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করবেন।
- যেকোনো ধরনের আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে কোম্পানির মানি রিসিপ্ট সংগ্রহ করুন। যদি টিউশন ডিপোজিট বাংলাদেশী টাকায় স্থানীয় এজেন্টের নিকট দিয়ে থাকেন- অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিফান্ড পলিসি ভালো করে বুঝে নিন।
- আপনি কিভাবে ভিসা সাক্ষৎকার দেবেন, কি কি ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন, কিভাবে উত্তর দেবেন এবং ভিসা সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত যাবতীয় ইংরেজি প্রশ্ন ও উত্তর কনসালটেন্সি ফার্ম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবে।
- ভিসা সাক্ষাৎকারের পূর্বে আপনার সমস্ত কাগজপত্র সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে কি না, এগুলো কোম্পানির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শদাতারা পরীক্ষা করবেন।
- অ্যাডমিশন সার্ভিস এবং ভিসা সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত কোনো কোনো কোম্পানি নির্দিষ্ট অঙ্কের পেশাদারি সার্ভিস চার্জ রাখতে পারে। আবার কোনো কোনো কোম্পানি ভিসা প্রাপ্তির পরে নির্দিষ্ট অঙ্কের সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার নো ভিসা নো সার্ভিস চার্জ পলিসিতে কাজ করে থাকে।
- ভিসা না পেলে কতোদিন পর টিউশন ডিপোজিট রিফান্ড পাবেন, তা ভালো করে জানুন এবং চুক্তিপত্র করে নিন এজেন্টের সঙ্গে। যদি কোনো এজেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপনার ডিপোজিট রিফান্ড না করে একটি উকিল নোটিশ পাঠিয়ে দিন এবং প্রয়োজন বোধে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরি করুন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব বরাবর অভিযোগ পাঠিয়ে দিন।
- প্রয়োজনবোধে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-মেইল কিংবা ফ্যাক্সের মাধ্যমে রিফান্ডের ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।
- বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না। বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি আজকাল লোভনীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিসা নিশ্চিতকরণ একশভাগ এরূপ বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। সমস্ত কিছু যাচাই করুন সতর্কতার সঙ্গে এবং দেখে শুনে সিদ্ধান্ত নিন।
- বাংলাদেশের বেশ কিছু কোম্পানি আপনাকে বলবে অমুক অ্যাম্বাসিতে তাদের পরিচিত লোক আছে; বিশেষ যোগাযোগ আছে এবং ভিসার ১০০% নিশ্চয়তা। ভিসার পরে একটি বড় অঙ্কের টাকা আপনার কাছে দাবি করবে তারা। মনে রাখবেন একটি কনসালটেন্সি সংস্থা আপনার ভর্তি প্রসেস ও ভিসা আবেদনের যাবতীয় সহযোগিতা করবে। আপনি ভিসা পাবেন নিজের বুদ্ধিমত্তা, স্মার্টনেস, দক্ষতা, ইংরেজি কথোপকথন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে। যদিও এজেন্ট আপনাকে এসব ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোনো বিশেষ ব্যবস্থায় তারা আপনার ভিসা করিয়েছে।
- যেসব দেশে শিক্ষার্থী ভিসায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের দরকার হয় না- সে ক্ষেত্রে ঐ দেশের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ভিসা প্রাপ্তির ব্যাপারটা নিশ্চিত করে থাকে। তবে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক কাগজপত্র পেশ করলে ভিসা প্রাপ্তির সমূহ সম্ভাবনা থাকে।
- কনসালটেন্সি সংস্থাটি কোনো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদেশী এক্রিডেশন কাউন্সিলের সদস্য কি না দেখে নিন। স্থানীয় ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। পূর্ববর্তীতে কোনো শিক্ষার্থী এই কোম্পানি থেকে বিদেশে পড়াশুনার জন্য গিয়েছে কি না। এবং তারা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈধ প্রতিনিধি কি না, এসব বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হোন।

(এক) ঢাকায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে যোগাযোগ করুন। ওখানকার টিচিং সেন্টারে নিয়মিত ইংরেজি ভাষার ওপর বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনার পছন্দের যেকোনো কোর্সে ভর্তি হয়ে যান। এরপর IELTS (International English Language Testing System) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল অথবা অস্ট্রেলিয়ান BETS-এ পরীক্ষার জন্য রেজিস্টার করুন। মনে রাখবেন আপনাকে অবশ্যই তিন মাস সময় নিয়ে এমন কাজগুলো করতে হবে। IELTS প্রস্তুতি পর্বে প্রতিদিন বিবিসি সংবাদ দেখুন, ইংরেজি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন পড়ুন, বন্ধু-বান্ধব ও পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথোপকথন চর্চা রাখুন। ডিকসনারি থেকে বাছাই করে শব্দগুচ্ছ পড়ুন, ইংরেজিতে বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট রিপোর্ট লিখুন, গ্রামাটিক্যাল চর্চা রাখুন। মোটামুটি 5.0 Band পেলে, আপনি বিদেশে পড়াশোনার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। অবশ্যই মনে রাখবেন শুধু অস্ট্রেলিয়াতে ভর্তি আবেদন ও ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে IELTS বাধ্যতামূলক। বিশেষ অবস্থাভেদে এবং বিষয়ভিত্তিক আবেদনে নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং কানাডার কিছু কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান IELTS বা সমমানের (TOEFL) যেকোনো ইংরেজি পরীক্ষার নম্বর চেয়ে থাকে।

(দুই) ঢাকার বিভিন্ন এডুকেশনাল কনসাল্টিং ফার্মে সপ্তাহে অন্তত একদিন পরিদর্শন করুন। প্রয়োজনবোধে অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এ ধরনের অফিস পরিদর্শনে আপনার একটি নিশ্চিত পরিকল্পনা আসবে যে কোন কোন দেশে কত খরচ হতে পারে। কি কি ধরনের কাগজপত্র আপনাকে তৈরি করতে হবে এবং কখন থেকে আবেদন করতে পারেন। কোন কোন দেশের স্টুডেন্ট ভিসা পদ্ধতি কেমন, কোথায় আপনি পড়াশোনার পাশাপাশি খন্ডকালীন চাকরি করতে পারেন।

(তিন) আপনার স্থানীয় পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের আবেদন করুন। পাসপোর্ট পাবার পর স্থানীয় থানা থেকে একটি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বের করে রাখুন। সম্ভব হলে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশন কিংবা পৌরসভা থেকে জন্ম নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট বের করে রাখুন।

(চার) আপনার মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং অন্য সব শিক্ষা সংক্রান্ত মার্কশিট এবং সার্টিফিকেটগুলো বোর্ড থেকে ইংরেজি ভার্সন করে নিন। এরপর ইংরেজি কপিগুলো প্রয়োজনে চার সেট ফটোকপি করুন এবং আপনার পাসপোর্ট ফটোকপি সঙ্গে নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে রাখুন। এছাড়া যেকোনো নোটারি পাবলিক অফিস থেকে কাগজপত্রগুলো সত্যায়িত করে রাখতে পারেন। অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেন আপনার পাসপোর্টের নাম, জন্ম তারিখ, পিতার নাম এগুলোর সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সার্টিফিকেটে প্রদত্ত নাম, জন্ম তারিখ এবং পিতার নাম যেন ঠিক থাকে।

(পাঁচ) আপনার পিতা যদি আর্থিক সচ্ছলতা সংবলিত কাগজপত্র দেখাতে অক্ষম হয়- সে ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কযুক্ত যে কেউ আপনার স্পন্সর হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন হবে স্পন্সরের গত এক বছরের ব্যাংক লেনদেন, ব্যবসায়িক ট্রেড লাইসেন্স, করদাতা সংক্রান্ত বিবরণ ও সার্টিফিকেট, ব্যবসার পরিচিতি ও ধরন, আবাসিক এবং বাণিজ্যিক কোনো জমিজমা থাকলে তার দলিল, আপনার সঙ্গে স্পন্সরের সম্পর্কযুক্ত সার্টিফিকেট এবং নোটারি পাবলিক অফিস থেকে এসব কাগজপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ ও বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের একটা ধারণা নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বর্ণনা আকারে থাকতে হবে। এ সমস্ত কাগজপত্র করে কোথায় দরকার হবে- সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন।

(ছয়) যে দেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক সে দেশ সম্বন্ধে জানুন। আপনার পরিচিত কোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন থাকলে তাদের থেকে ঐ দেশের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা জেনে নিন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরো জানুন ঐ দেশের আর্থিক আয়-ব্যয়, জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি।

(সাত) এসব কাজকর্ম করছেন তার মানে এই নয় যে- আপনি নিশ্চিত ভিসা পেয়ে যাবেন। কখনোই এমন ধারণা করবেন না। আপনি অন্তত ডিগ্রি (পাস) কোর্সে অথবা অনার্সে ভর্তি হয়ে থাকুন। এতে করে আপনার কনটিনিউইং থাকবে। ভিসা ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রকাশ পায় এ ক্ষেত্রে।

(আট) যে দেশে পড়াশোনা করতে যাবেন, ঐ দেশে যদি কোনো নিকটাত্মীয় থাকে এবং উনি যদি আপনার স্পনসর হতে চান- কখনোই এটা গ্রহণ করবেন না। এটা ভিসাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা। কারণ নিজস্ব খরচে পড়াশোনা করতে যাওয়া মানেই দেশ থেকে আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো এমন ধারণা বোঝাতে হবে।

(নয়) আপনি যদি বিবাহিত হন এবং সন্তান থাকে- এক্ষেত্রে কাবিননামা ইংরিজ ভার্সন করে নিন সার্টিফিকেটসহ এবং সন্তানের জন্ম সার্টিফিকেট স্থানীয় কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা থেকে সংগ্রহ করুন।

(দশ) মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে বসে বিদেশী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করুন। আজকাল বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় 'শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার'-এর আয়োজন করে থাকে। যেকোনো সেমিনারে উপস্থিত হোন এবং প্রয়োজনবোধে কথা বলুন সরাসরি বিদেশী প্রতিনিধির সঙ্গে।

ব্রিটেনের স্টুডেন্ট ভিসা সংক্রান্ত আরো কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য :

ভিসা কি? বিদেশে ব্রিটিশ মিশনগুলোতে আপনার পাসপোর্টের ওপর যে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লাগানো হয়ে থাকে সেটাই ভিসা। এটি আপনাকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের আইনগত অধিকার দেয়। যুক্তরাজ্যের যেকোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে, একজন ইমিগ্রেশন অফিসার আপনাকে পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হ্যান্ডব্যাগে রাখুন। প্রশ্ন করা হতে পারে-

ক. যুক্তরাজ্যে কেন এসেছেন আপনি? কোথায় এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করবেন? কি বিষয়ের ওপর পড়বেন? কতোদিনের কোর্স? বাৎসরিক পড়াশুনার খরচ কত? সঙ্গে কত টাকা বা মুদ্রা এনেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো অগ্রিম পয়সা দিয়ে থাকলে তার বিবরণ দিন।

খ. আপনার স্পন্সর কে? উনি কি করেন? আপনার কোর্স সম্বন্ধে একটু বলুন। ক্লাস কবে শুরু হবে এবং শেষ হবে? যে শহরে যাবেন তার কোনো পরিকল্পনা জানা আছে কি না। আবাসন এবং থাকা-খাওয়া কোথায় করবেন? সপ্তাহে কতো খরচ হতে পারে?

সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার পর্ব এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি সন্তোষ প্রকাশ করেন তাহলে আপনাকে একটি মেডিকেল পরীক্ষা কার্ড দেয়া হবে। এবার যেতে হবে মেডিকেল রুমে। ওখানে আপনার চেস্ট এক্স-রে হবে এবং কর্তব্যরত অফিসার কিছু প্রশ্ন করতে পারে আপনাকে। অতঃপর পেয়ে যাবেন একটি Health Registration card. নির্ধারিত কাউন্টারে গিয়ে রিপোর্ট করুন এবং ইমিগ্রেশন অফিসার আপনাকে ব্রিটেনের পড়াশুনার জন্য স্বাগত জানাবে।

যুক্তরাজ্যে প্রবেশের পর কি কি করতে হবে? যদি আপনি হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেন সেক্ষেত্রে হিথ্রো থেকে লন্ডন প্রতি ১০ মিনিটি পর পর পাতাল রেল রয়েছে। এছাড়া

১৫ মিনিট পর পর শহরমুখী বিলাসবহুল বাস সার্ভিস রয়েছে। আর ট্যাক্সি বা ক্যাব সার্ভিস তো রয়েছেই। যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ আপনাকে গ্রহণ করতে যায়- সেক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের Airport service charge দিতে হয়।

প্রথম সাত দিনের মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে ফেলুন। আবাসনের ক্ষেত্রে এশিয়ান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শেয়ার নেয়াই ভালো। এতে করে আপনার থাকা ও খাওয়ার ব্যয়ভার মাসে প্রায় ১০০-১৫০ পাউন্ডের মতো আসবে। ব্রিটিশ হোস্ট ফ্যামিলি কিংবা ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলে থাকা-খাওয়া ব্যয়বহুল।

আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আবাসনের দূরত্ব কতোটুকু এগুলো বিবেচনা করে মাসিক রেল পাস (ছবিসহ) কিংবা বাস-পাস করে নিন। শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ মূল্যে বিক্রি হয় এগুলো। মনে রাখবেন যুক্তরাজ্যে পোশাক পরিচ্ছদের দাম বেশ চড়া। প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ থেকে পরিধান সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

পড়াশুনাকালীন আপনি কি কাজ করতে পারবেন?- যেকোনো বিদেশী শিক্ষার্থী খন্ডকালীন বা অবকাশকালীন কাজ করতে পারেন। তবে অবশ্যই-

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকাকালীন সপ্তাহে বিশ (২০) ঘন্টার বেশি সময় কাজ করতে পারবেন না, যদি না সেটা আপনার পাঠক্রমের অংশ হয়। এক্ষেত্রে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি থাকতে হবে এবং এই কাজের সঙ্গে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত কোনো ডিগ্রির সম্পর্ক থাকতে হবে।

- কোনো ব্যবসা করতে বা পেশাদার খেলোয়াড় বা শিল্পী হিসেবে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করতে পারবেন না।

- কোনো স্থায়ী চাকরিতে পূর্ণ সময়ের জন্য কাজ করতে পারবেন না।

যুক্তরাজ্যে থাকাকালে আমি কি ওয়ার্ক পারমিট নিয়োগের জন্য নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারি?- নিম্নোক্ত শর্তাবলী পূরণ করতে পারলে আপনি কাজ করার জন্য ওয়ার্ক পারমিট পেতে পারেন:-

ক. আপনি যুক্তরাজ্যের কোনো সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অথবা কোনো উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অথবা কোনো বেসরকারি অথচ সন্তোষজনক ভর্তি ও উপস্থিতির হার রয়েছে এমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো স্বীকৃত ডিগ্রি কোর্স সমাপন করে থাকলে।

খ. নিয়োগের জন্য আপনার বৈধ ওয়ার্ক পারমিট থাকলে।

গ. আপনার সরকার বা কোনো আন্তর্জাতিক বৃত্তি সংস্থা আপনাকে স্পন্সর করলে এবং তাদের লিখিত অনুমতিপত্র থাকলে।

ঘ. আপনার ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনো মন্দ রেকর্ড না থাকলে।

আমি কি আমার আমার স্বামী বা স্ত্রী এবং সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি?- আপনার স্বামী বা স্ত্রী এবং ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো সন্তানকে আপনার পড়াশুনা চলাকালীন যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসতে পারেন। তবে আপনাকে কোনো প্রকার সরকারি তহবিলের

কেন আপনি উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাজ্যে যাবেন

ক. বিশ্বমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিশ্চয়তা।

খ. সমগ্র বিশ্বে ব্রিটিশ ডিগ্রির মূল্যায়ন করা হয় এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ এ শিক্ষা ব্যবস্থা।

গ. বিশ্বমানের পরিবেশে পড়াশোনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি একজন আন্তর্জাতিক নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে বেতন ও পদবী দ্রুত প্রসার ঘটবে এ ডিগ্রির মাধ্যমে।

ঘ. ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে গুণগত মান ও সেবার নিশ্চয়তা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখনও এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

ঙ. ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ যাবৎকাল ২০টিরও অধিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।

চ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে বছরে প্রতিষ্ঠিত করে বিভিন্ন শিল্প ও কোম্পানির জন্য প্রয়োজনীয় ও গুণগত মানব সম্পদ, যা শুধু যুক্তরাজ্যে নয়- সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ছ. আপনার প্রয়োজনীয় যেকোনো বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা ও উন্নয়নে ব্রিটিশ ডিগ্রির অবদান অতুলনীয়।

জ. ব্রিটিশ কালচার এবং সভ্যতা- সবকিছুর মধ্যে খুঁজে পাবেন বিশ্বময় যোগাযোগ, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, ভালোবাসার উদাহরণ।

ঞ. পড়াশোনার ব্যয়ভার একটু বেশি হলেও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিদেশী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য বিশেষ আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) বিদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে।

ট. ফুলটাইম পড়াশোনার পাশাপাশি এবং বাৎসরিক ছুটির দিনগুলোতে বিদেশী শিক্ষার্থীরা খণ্ডকালীন চাকরি করতে পারে।

ঠ. ইংরেজি ভাষা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর যুক্তরাজ্যে লাখ লাখ শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষা শিখতে আসে এবং প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরকে বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে।

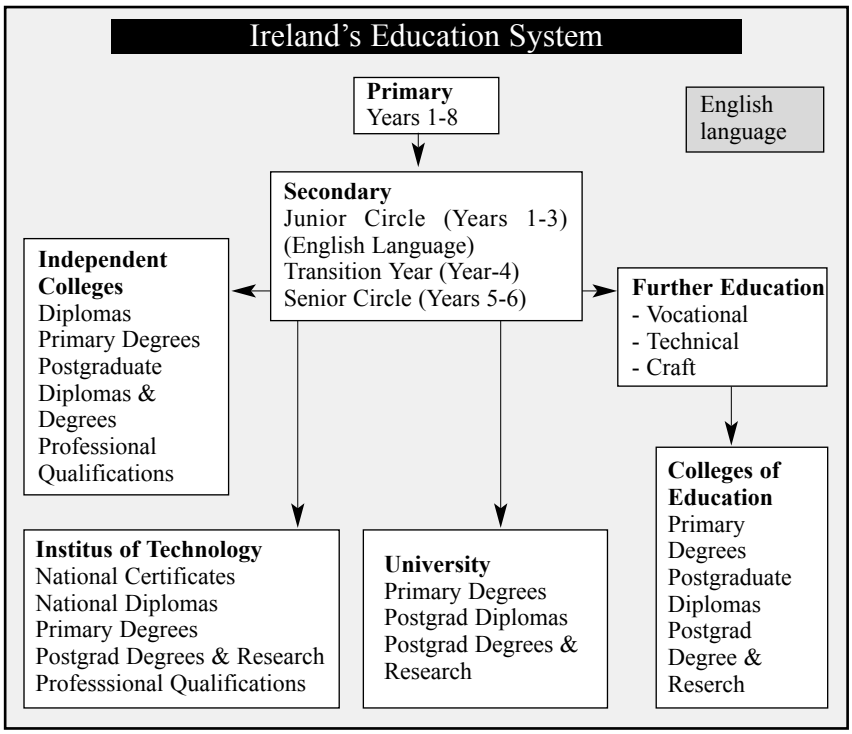

সাহায্য ছাড়াই তাদের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত এক সেমিস্টার কোর্স সম্পন্ন করার পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অথবা রেজিস্ট্রার থেকে অনুমতিপত্র দরকার হয় এক্ষেত্রে।

আমার স্বামী বা স্ত্রী কাজ করার অনুমতি পাবেন? আপনাকে যুক্তরাজ্যে ১২ মাস বা তারও বেশি সময় থাকবার অনুমতি দেয়া হলে আপনার স্বামী বা স্ত্রী কাজ করার অনুমতি পাবেন।

মাদক বিষয়ক হুঁশিয়ারি- যুক্তরাজ্যে মাদক চোরাচালানের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। মাদক পাচারকারীরা ভ্রমণকারীদের ঘুষ দেবার চেষ্টা করে থাকে। আপনি যুক্তরাজ্যে আসার সময় মাদকের সঙ্গে কোনো প্রকার জড়িত থাকা থেকে বিরত থাকুন।

কাস্টমস ও এক্সাইজ- যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সময়ে কি কি জিনিসপত্র নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্য www.hmce. gov.uk-এ ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করুন।

সাবধান : লন্ডনে কলেজ ব্যবসার হিড়িক! প্রতারিত হবেন না। কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী লন্ডনে ভুয়া কলেজ খুলে নিরীহ বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের প্রতারিত করছে। বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা মানের বিশ্বস্ততা। রাতারাতি জেগে ওঠা সাইসবোর্ডসর্বস্ব এ ধরনের কিছু তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে মূলত আর্থিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে। এ ধরনের কলেজগুলো দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে প্রতিনিধি নিয়োগ করে অ্যাডমিশন লেটার বিক্রি করে এবং এককালীন টিউশন ডিপোজিট শিক্ষার্থীদের থেকে গ্রহণ করে। বাংলাদেশে বেশ কিছু এডুকেশন কনসালট্যান্সি সংস্থা গজিয়ে উঠেছে, যারা লন্ডনের বিভিন্ন ব্ল্যাক লিস্টেড কলেজের অ্যাডমিশন লেটার এককালীন মূল্যে বিক্রি করে থাকে। লন্ডনে এ ধরনের কলেজ ব্যবসার অগ্রপথিক ভারতীয় এবং পূর্ব ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের কয়েকটি অসাধু চক্র। এ ধরনের কলেজ ৩ মাস কিংবা ৬ মাসের জন্য লন্ডনে অফিস ভাড়া নেয় এবং কলেজের নামে লোভনীয় ওয়েবসাইট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের প্রতারণা করা থাকে। অতি সম্প্রতি এদের সঙ্গে শামিল হয়েছে কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী অসাধু চক্র। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের কেউ রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, কেউ উকিল কেউ বা তথাকথিত মাওলানা ডিগ্রিধারী। এদের কেউ-ই মূলত 'শিক্ষাবিদ' কিংবা শিক্ষানুরাগী নন। লন্ডনের ব্রিকলেন এবং এর আশপাশে এ ধরনের সাইনবোর্ডসর্বস্ব কলেজের ছড়াছড়ি। সম্প্রতি লন্ডনের এক জনপ্রিয় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ বিষয়ের ওপর বিশদ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয় এবং কিছুদিন পর ব্রিটেনের হোম অফিস কর্তৃক জরিপ চালানোর প্রস্তুতি নেয়া হয়। এরপর এ ধরনের ব্যবসা কিছুটা কমলেও মাঝে মাঝে বেশ মাথাচড়া দিয়ে ওঠে।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থী এবং অভিবাবকদের অবশ্যই উচিত, লন্ডনের কোনো কলেজে স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে ভর্তি হতে চাইলে প্রথমেই কলেজ সম্বন্ধে ঢাকার ব্রিটিশ কাউন্সিল শিক্ষা পরামর্শ কেন্দ্রে খোঁজ-খবর নিন। দেখে নিন কলেজটি BAC বিভিন্ন স্বীকৃত সংস্থা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের অনুমোদন কি না। মনে রাখবেন, যুক্তরাজ্যের যেকোনো কলেজেই আপনি ভর্তি হতে পারেন কিন্তু স্বীকৃত কলেজ না হওয়ায় আপনার স্টুডেন্ট ভিসা প্রত্যাখ্যান হতে পারে। অতঃপর কলেজ থেকে টিউশন ডিপোজিট ফেরত আনতে আপনাকে হিমশিম খেতে হবে। অবশ্যই কোনো লোভনীয় বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হবেন না। নিজে ভালো করে যাচাই করে নিন এবং নিজেও প্রতারিত হবেন না, অন্যকেও প্রতারণা করার সুযোগ দেবেন না।

প্রতি বছর বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বিদেশে পাড়ি দেবার প্রবণতা বাড়ছে এবং এ সুযোগে একশ্রেণীর অবৈধ ও অসাধু দালাল চক্র লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের সর্বনাশ করছে। এ ধরনের চক্রের নেটওয়ার্ক শুধু ঢাকা শহরেই নয় বরং তা ছড়িয়ে গেছে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও রাজশাহী পর্যন্ত। সাবধান! প্রতারিত হবেন না।

রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা : ইউরোপের পশ্চিমে শেষ প্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি স্বাধীন ইংলিশ স্পিকিং দেশ আয়ারল্যান্ড দ্বীপটি। বিদেশী শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্থান এ দেশটি। চমকপ্রদ সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সর্বোচ্চ মান নির্ণায়ক এ দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত বন্ধুসুলভ। যদিও আইরিশদের নিজস্ব আইরিশ ভাষা রয়েছে তবে দেশটির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সবখানেই ইংরেজির প্রধান ব্যবহার। প্রতিবছর দু'লাখের বেশি বিভিন্ন বয়সের বিদেশী শিক্ষার্থী রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডে শুধু ইংরেজি শেখার জন্য পাড়ি জমায়। এদের বেশির ভাগই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের এবং চীন, জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এসব দেশ থেকে আসে। ১৯৭৩ সাল থেকে আয়ারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ সদস্য এবং বর্তমানে একটি আধুনিক জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আয়ারল্যান্ডের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক বললে মোটেও ভুল হবে না। দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা এতোই উন্নত যে, বর্তমানে এটি একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে।

রাজধানী ডাবলিন অন্যতম প্রধান শহর। এখানে রয়েছে হাজার বছরের শিল্প ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য। অসংখ্য রেস্টুরেন্ট, হোটেল, বিনোদন, নাইট ক্লাব, থিয়েটার, জাদুঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিত্রকলা ভবন ইত্যাদি এ শহরের মূল আকর্ষণ। সাধারণত ডিসেম্বর, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারিতে এখানে তাপমাত্রা থাকে 8 থেকে 9 সেলসিয়াস। জুলাই ও আগস্ট মাসের দিকে তাপমাত্রা সাধারণত ১৪ থেকে ২০ সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। আয়ারল্যান্ডের অন্যান্য প্রধান শহর হলো কোর্ক, ওয়াটারফোর্ড, গ্যালওয়ে, লিমারিক এবং বেলফাস্ট।

আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনার সংক্ষিপ্ত খরচের তালিকা- (Euro per year)

Medicine 21,000-32,000 (ইউরো), Engineering, Scince & Tech 12,250-14,500 (ইউরো), Business & Related 7,800-10,800 (ইউরো), Law 9,000-10,500 (ইউরো), Arts & Social Science 9,400-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান সম্পর্কিত কয়েকটি ওয়েবসাইট-

www. qca.org.uk
www. accac.org.uk
www. ccea.org.uk
www. sqa.ac.uk
www. gaa.ac.uk
www. niss.ac.uk
www. scotland.gov.uk
www. isc.org.uk
www. arels.org.uk
www. baself.org.uk
www. baleap.org.uk
www. batqi.org
www. caquals.org
www. dfee.gov.uk
www.deni.gov.uk
www.fefc.ac.uk/documents/inspectionreports/index.html
www. wfc.ac.uk/fefcw/feqa/index.html
www. scotland.gov.uk/hmis/fereports.asp
www. deni.gov.uk/keyinfo/inspection-reports/index.html
www. the-bac.org
www. cife.org.uk
www. british council.org
www. education uk.org
www. ukcosa.org.uk

10,800, (ইউরো), Music 9,500-14,500 (ইউরো), Masters Programs range form 3,000-15,000 (ইউরো)।

কিছু কিছু মাস্টার্স প্রোগ্রামের খরচ অবস্থাভেদে বেশিও হতে পারে। যদিও Institute of Technology প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক টিউশন ফি 8,000 (ইউরো) থেকে 9,000 (ইউরো) হয়, কিন্তু কোর্সের প্রকৃতি এবং অবস্থানভেদে টিউশন ফি ওঠানামা করতে পারে। এছাড়া independent Collegeগুলোতে বাৎসরিক টিউশন ফি হয় সাধারণত 7,000 (ইউরো)- 9,000 (ইউরো). বাৎসরিক বা এককালীন বইপত্র কেনার জন্য বাজেট রাখতে হবে প্রায় 500 (ইউরো)- 1000 (ইউরো). নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মাসিক থাকা ও খাওয়া খরচ ব্যয় আনুমানিক 400 (ইউরো)- 1,000 (ইউরো). ক্যাম্পাসের হোস্টেলে মাসিক থাকা খরচ বাবদ আনুমানিক ব্যয় 200 (ইউরো)- 400 (ইউরো). আইরিশ পরিবারের সঙ্গে থাকলে মাসিক আনুমানিক ব্যয় 320 (ইউরো)- 600 (ইউরো). এছাড়া এমন স্বাস্থ্য, পারিবারিক, যোগাযোগ ইত্যাদি কারণে আরো প্রায় ইউরো 200 (ইউরো)- 300 (ইউরো) খরচ হতে পারে প্রতি মাসে।

পড়াশোনাকালীন স্বল্পমেয়াদি চাকরির সুযোগ : বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের যারা ফুলটাইম স্টুডেন্ট তারা পড়াশোনার পাশাপাশি সপ্তাহে ২০ (বিশ) ঘণ্টা চাকরির সুযোগ পাবেন। এছাড়া বাৎসরিক ছুটিতে তারা ফুলটাইম চাকরি করার সুযোগ পাবেন।

নিম্নে আয়ারল্যান্ডের কয়েকটি স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দেয়া হলো-

1. Dublin City University
Dublin-9
Ireland
web : www. dcu.ie

2. Queen's University Belfast
Belfast BT7 INN,
Northern Ireland, uk
web : www. qub.ac.uk

3. The University of Dublin
Trinity College
Dublin-2, Ireland
web : www.lcd.ie

4. University of Limerick
Limerick, Ireland
web : www.ul.ie

5. National University of Ireland
Galway, Ireland
web : www. nuigalway.ie

6. University College Dublin
Belfield, Dublin 4, Ireland
web : www. ucd.ie

7. National College of Art and Design
100 Thomas street, Dublin 8, Ireland
web : www. ncad.ie

8. Royal College of Surgeons
123 st. Stephen's Green
Dublin-2, Ireland
web : www. rcsi.ie

যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে কেমন খরচ হতে পারে

পেশাদারী কোনো ন্যাশনাল ডিপ্লোমা (এক অথবা দুই বছর মেয়াদি) 3,700 (ইউরো) (P/year)

যেকোনো ৩ বছরের অনার্স ডিগ্রি-

Arts- 6250(ইউরো)- 7,650 (ইউরো) (p/year)
Science- 6,500 (ইউরো)- 9,700 (ইউরো) (P/year)
Clinical- 6,900 (ইউরো)- 18,000 (ইউরো) (P/year)
Business- 5,500 (ইউরো)- 6,500 (ইউরো) (P/year)

যুক্তরাজ্যে Undergraduate Honours Degree সাধারণত তিন বছরের হয়। তবে Scotland-এর কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছরেও হয়ে থাকে। যে কোনো Postgraduate MBA ডিগ্রি সাধারণত এক বছরের হয়। Advanced Research Programmes, such as Ph.D এ ক্ষেত্রে তিন বছর সময় লাগে। এ ধরনের কোর্সের ক্ষেত্রে টিউশন ফি হয়-

Arts- 6,750 (ইউরো)- 8,200 (ইউরো) (p/year)
Science- 6,500 (ইউরো)- 9,900 (ইউরো) (P/year)
Clinical- (ইউরো) 6,200- 17,400 (ইউরো) (P/year)
Business- 6,000(ইউরো)- 9,000 (ইউরো) (P/year)

থাকা-খাওয়া ও ব্যক্তিগত খরচের জন্য মাসিক 400 (ইউরো) budget করা ভালো।

9. shannon College of Hotel Management
shannon Airport, Co Clare, Ireland
web : www. shannoncollege. com

10. Dublin Institute of Technology
Fitzwilliam Square
30 Upper Pembroke st.
Dublin, Ireland
web : www. dit.ie

11. Athlone Institute of Technology
Dublin Road, Athlone
Co Westmeath, Ireland
web : www. ait.ie

12. Marino Institute of Education
Griffith Avenue, Dublin-9
Ireland
web : www. mie.ie

13. American College Dublin
2 Merrion Square, Dublin-2
Ireland
web : www. amcd.ie

14. Dublin Business School
13-14 Aungier Street

নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনার খরচ

যেকোনো পলিটেকনিক ডিপ্লোমা	NZ $ 10,000	NZ$ 14,000 (P/year)
আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স	NZ $ 15,000	NZ $ 18,000 (p/year)
Engineering	NZ $ 14,000	NZ $ 16,000 (p/year)
Science Subjects	NZ $ 10,000	NZ $ 13,000 (p/year)
Commerce	NZ $ 10,000	NZ $ 11,000 (p/year)
Law	NZ $ 10,000	NZ $ 15,000 (p/year)
Arts & Social Sc.	NZ $ 10,000	NZ $ 15,000 (p/year)
postgraduate Course	NZ $ 11,000	NZ $ 27,000 (p/year)
এছাড়া বাৎসরিক থাকা খাওয়া বাবদ খরচ	NZ $ 9,000	NZ $ 11,000

Dublin-2, Ireland
web : www. dbs.edu
15. Griffith College Dublin
South Circular Road
Dlinub-8, Ireland
web : www.gcd.ie
16. H.S.I College
web : www. hsi.ie
17. Irish Management Institute
National Management Centre
Sandyford Road, Dublin-16
Ireland
web : www. imi.ie
18. Skerry's Business College
Welligton House
9-11 Patrick's Hill, Cork
Ireland
web : www. skerrys.ie
19. Waterford Institute of Technology
waterford Ireland
web : www. wit.ie
20. Limerick Irstitute of Technology
Moylish Park, Limerick
Ireland.
web : www. lit.ie
21. Institute of Technology Sligo
Sligo. Ireland
web : www. itsligo.Ie
22. Dundalk Institute of Technology
Dublin Road, Dundalk
Co Louth, Ireland
web : www. dkit.ie

কিভাবে আবদেন করবেন? কিভাবে ভিসা পাবেন? যেসব বাংলাদেশী শিক্ষার্থী আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চান, তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরি :

ক. আন্ডারগ্রাজুয়েট অথবা পোস্টগ্রাজুয়েট যেকোনো কোর্সেই পড়তে চান না কেন, বয়স যেন ২৬-এর নিচে হয়। তবে M.phil অথবা Research অথবা Doctorate প্রোগ্রামের জন্য শিথিল।

খ. মাধ্যমিক থেকে অনার্স কিংবা ব্যাচেলর শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব কোনো স্টাডি গ্যাপ না থাকাই ভালো। যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সেটার সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে।

গ. আয়ারল্যান্ডের কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার আগে অবশ্যই মনে রাখবেন কোর্স যেন দুই বছর বা বেশি সময় হয়। কোনো স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে এক বছরের এবং কম টিউশন ফি সম্বলিত কোর্সে ভর্তি হবেন না।

ঘ. যদি কোনো স্থানীয় এজেন্ট বলে থাকে ৫০% টিউশন ফি কিংবা ভিসা পাবার পরে টিউশন ফি দেবেন- এটা সম্পূর্ণ প্রতারণা করা। মনে রাখবেন, বাংলাদেশী শিক্ষার্থী যারা উচ্চশিক্ষায় আয়ারল্যান্ড যেতে ইচ্ছুক, ভিসা আবেদনের আগেই নির্দিষ্ট আইরিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ এক বছরের টিউশন ফি জমা দিতে হয় এবং প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। যদি কোনো কারণে ভিসা না দেয়া হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিফান্ড দিয়ে দেয়।

ঙ. বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের আয়ারল্যান্ডের স্টুডেন্ট ভিসা আবেদনের জন্য কোনো ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দিতে হয় না। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিসা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রতিষ্ঠান বরাবর কুরিয়ারযোগে পাঠিয়ে দিতে হয়।

চ. ভারতের নতুন দিল্লির আইরিশ দূতাবাসে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন জমা দেয়া যায়। স্থানীয় ব্যাংক থেকে দূতাবাস বরাবর ড্রাফট করে (আবেদন ফি) প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এরপর ছয় থেকে আট সপ্তাহ পরে দূতাবাস আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যে আপনি ভিসা পেয়েছেন কি না।

ছ. আয়ারল্যান্ডের যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ডিপোজিট সরাসরি নিজ হাতে কুরিয়ারযোগে কিংবা ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পাঠানোই ভালো। যথাসম্ভব স্থানীয় এজেন্টের মাধ্যমে ফি পাঠানো থেকে বিরত থাকুন। (যদি সম্পূর্ণ আস্থা না থাকে)-

আয়ারল্যান্ডের যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাইলে আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট অঙ্কের আবেদন ফি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর পাঠাতে হয়। তবে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আবেদন ফি নাও চাইতে পারে। লেটার অব অ্যাডমিশন এবং রেজিস্ট্রেশন পাবার পর আইরিশ প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ এক বছরের টিউশন ডিপোজিট পাঠিয়ে দিন। অ্যাডমিশন কনফারমেশন লেটারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠিয়ে দেয়। টিউশন ডিপোজিট পাবার পর আইরিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যদি ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং অরিজিন্যাল পাসপোর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর কুরিয়ারযোগে পাঠিয়ে দিন। সম্পূর্ণ ভিসা প্রসেসিং করতে সময় লাগে প্রায় ছয় থেকে আট সপ্তাহ।

আপনাকে যদি নতুন দিল্লির আইরিশ দূতাবাসে আবেদন করতে হয় এবং আপনি যদি কোনো এজেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় এজেন্ট আবেদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। আইরিশ

নিম্নে নিউজিল্যান্ডের কয়েকটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

1. Auckland University of Technology (AUT)
Private Bag-92006, Auckland 1020
New Zealand
E-mail : coursein fo@aut.Ac.nz
web : www. aut.ac.nz
2. University of Auckland
Private bag- 92019
Auckland, New Zealand
E-mail : international@auckland.ac.nz
web : www. auckland.ac.nz
3. University of Canterbury
Private Bag-4800
Christchurch, New Zealand
web : www. canterbury.ac.nz
4. Massey University
Private Bag-11222
Palmerston North, New Zealand
web : www. massey.ac.nz
5. University of Otago
Po Box-56, Dunedin
New Zealand
web : www. otago. ac. nz
6. University of Waikato
Private Bag-3105,
Hamilton, New Zealand
web : www.waikato,ac.nz
7. Lincoln University
P.O. Box-94, Canterbury
New Zealand
web : www.lincoln.ac.nz
8. Hawke's Bay polytechnic
Private Bag-1201, Taradale,
Hawke's Bay, New Zealand
9. Manakau Polytechnic
Po Box- 61066, Manakau
Auckland, New Zealand
10. Otago Polytechnic
Private Bag-1910
Dunedin, New Zealand
11. Tairawhiti Polytechnic
Po Box-640, Gisborne
New Zealand
12. Unitec Institute of Tech,
International Division
Private Bag-1072
Auckland, New Zealand

দূতাবাসে কি কি কাগজপত্র পাঠাবেন :

১. ভিসা আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে স্বাক্ষরসহ

২. ৩টি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

৩. ২ সেট পাসপোর্ট ফটোকপি (পাসপোর্টের সবগুলো পৃষ্ঠা)

৪. আইরিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ভর্তি নিশ্চিতকরণ পত্র ও নিবন্ধনপত্র

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক টিউশন ফি জমা দিয়েছেন, এটার প্রমাণপত্র

৬. আয়ারল্যান্ড অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত অন্য কোনো দেশে যদি পারিবারিক সদস্য কেউ থাকে, তাহলে তার পরিচিতি ও ঠিকানা।

৭. আপনার সংক্ষিপ্ত একটি জীবনবৃত্তান্ত সংযুক্ত করুন

৮. সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল মার্কশিট ও সনদপত্র

৯. নোটারি পাবলিক থেকে স্পন্সরের এফিডেভিট অব সাপোর্ট অথবা যদি কোনো কোম্পানি আপনাকে স্পন্সর করে থাকে, সে কোম্পানির লিখিত চুক্তিনামা

১০. চাকরিরত হলে ছাড়পত্র ও বেতন ক্রমিক সংযুক্ত করতে হবে

১১. কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করাতে হবে

১২. বিগত এক বছরের ব্যাংক লেনদেনের মূল কপি

১৩. নির্ধারিত অঙ্কের আবেদন ফি যা নতুন দিল্লির কোনো ব্যাংক থেকে Embassy of Ireland New Delhi, India বরাবর হতে হবে

১৪. আপনার অন্য কোনো প্রশিক্ষণ থাকলে সেগুলোর মূল কপি।

দূতাবাস এজেন্টকে জানিয়ে দেয় যে কবে নাগাদ যোগাযোগ করতে হবে। এতোসব কিছু সংযুক্ত করার পরও কিন্তু আপনার ভিসা প্রত্যাখ্যান হতে পারে। তবে সমস্ত কাগজপত্র, শিক্ষা সনদপত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্মারক ইত্যাদি ঠিক থাকলে ভিসা পাওয়া যেতে পারে। ভিসা পাবার ক্ষেত্রে প্রধান সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে Department of Justice, Dublin, Ireland-এ। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো দূতাবাস এককভাবে ভিসাপ্রাপ্তির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা : KIA ORA! অর্থাৎ স্বাগতম। এটা মাওরি ভাষা। মাওরি হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী। এ দেশের যেকোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পর্যটক এলেই KIA ORA বলে অভিবাদন জানানো হয় এবং ফুলের মালাও দেয়া হয়। বিদেশী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ড একটি আদর্শ শান্তিপূর্ণ স্থান। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দুটি বৃহদাকার দ্বীপ নিয়ে এ দেশটি। দেশটির আবহাওয়া বেশ চমৎকার। খুব বেশি ঠান্ডাও নয় আবার খুব বেশি গরমও নয়। বৃষ্টিপাত হয় যথেষ্ট।

শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে বেশ কিছু বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অব এডুকেশন, পলিটেকনিকস, প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ সেন্টার। নিউজিল্যান্ডে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে সরকারি অর্থায়নে চালিত। সাধারণত মার্চ থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। বিদেশী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খন্ডকালীন চাকরি করতে পারে। সপ্তাহে সাধারণত ১৫ ঘণ্টা চাকরি করা যায়। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে তিন মাস ফুলটাইম চাকরি করা যায়। সব চাকরির ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন দপ্তরের অনুমতি লাগে।

যেকোনো ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করতে সাধারণত তিন বছর সময় লাগে, অনার্স সম্পন্ন করতে চার বছর এবং প্রফেশনাল ডিগ্রি করতে কমপক্ষে ছয় বছর লাগে। পোস্ট গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করতে ২ বছর লাগে। যেকোনো পলিটেকনিক প্রথম বছর অথবা দু'বছর পড়াশোনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রান্সফার হওয়া যায়।

কিভাবে আবেদন করবেন? কোথায় ভিসার জন্য আবেদন করতে হয়? আপনার হাতে কমপক্ষে ৩ মাস সময় নিয়ে আবেদন করবেন। যদি স্থানীয় কোনো এজেন্টের মাধ্যমে আবেদন করেন সে ক্ষেত্রে ঐ সংস্থা নিউজিল্যান্ড ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ বা সমন্বয় সাধন করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খরচ ফি ট্রান্সফার সবকিছু এজেন্ট করবে। ডিপ্লোমা, আন্ডারগ্রাজুয়েট এবং পোস্টগ্রাজুয়েট আবেদনের জন্য যুক্তরাজ্যের নিয়মকানুন (এ প্রবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসরণ করুন। তবে যে বিষয়েই পড়তে যান না কেন IELTS অথবা TOEFL স্কোর বাধ্যতামূলক। বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ইংরেজি বিষয়ের ওপর দক্ষতা সম্বলিত কোনো সার্টিফিকেট চেয়ে থাকে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ভর্তি নিশ্চিতকরণ পত্রের সঙ্গে আংশিক টিউশন ফি (বাৎসরিক) চেয়ে থাকে এবং ফি প্রাপ্তির পর সাধারণ ভিসা রেফারেল বা ইমিগ্রেশন বরাবর চিঠি দিয়ে থাকে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আবেদন ফি সংযুক্ত করে ভিসা আবেদন করতে হয়। বাংলাদেশে নিউজিল্যান্ডের কোনো দূতাবাস নেই। আমাদের শিক্ষার্থীরা নিউ দিল্লির নিউজিল্যান্ড হাইকমিশন বরাবর আবেদন করবে। আপনি সরাসরি দিল্লি গিয়ে আবেদন করতে পারেন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এজেন্টের মাধ্যমেও সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন। ভিসা প্রসেসিংয়ের জন্য সাধারণত চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের হেল্‌ফ ইনস্যুরেন্স বাধ্যতামূলক।

নিউজিল্যান্ডের উচ্চশিক্ষার মান বিশ্বমানের। সাধারণত কৃষিভিত্তিক শিক্ষা, এডুকেশন, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ম্যানেজমেন্ট, নার্সিং, ব্যবসায় প্রশাসন এবং ট্যুরিজম শিল্পে পড়াশোনার জন্য নিউজিল্যান্ড উপযুক্ত স্থান। স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই বন্ধুসুলভ। ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি মাওরি ভাষাও ওখানকার লোকজন চর্চা করে থাকে। এছাড়া বিদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অসম বিনোদন ব্যবস্থা।

অস্ট্রেলিয়ায় উচ্চশিক্ষা : বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা যেকোনো স্তরেই অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে যেতে চায় না কেন IELTS (International English Language Testing System) স্কোর অত্যাবশ্যক। যাদের IELTS নেই তারা সমমানের TOEFL (Test of English as a Foreign Language) স্কোর দেখাতে পারেন। সুতরাং উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রি পাসের পর ঝটপট IELTS অথবা TOEFL পরীক্ষা দিয়ে প্রয়োজনীয় স্কোর করে রাখুন।

বাংলাদেশ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর অস্ট্রেলিয়ায় যেকোনো ডিপ্লোমা কিংবা আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যারা কমপক্ষে দুই বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস চায় আন্ডারগ্রাজুয়েটে ভর্তি হবার জন্য। নিম্নে অস্ট্রেলিয়ার Educational Structure দেয়া হলো :

School Education
Pre-school
year 1-6 Primary School
ACT/TAS/NSW/VIC

year 1-7 primary School
SA/NT/WA/QLD

Year 7-10 High School
ACT/TAS/ NSW/VIC

Year 8-10 High School
SA/NT/ WA/QLD

Year 11-12 Secondary College/High School

Vocational Education and Training (VET)
Certificate-i
4-6 Months

Certificate-ii
6-8 Months

Certificate-iii
1 year or More

Certificate-iv
12-18 months

Diploma
18 months to 2 years

Advanced Diploma
2-3 years

Higher Education

Bachelors Degree
3-year
Graduate Certificate
6 Month
Graduate Diploma
1 year

Master's Degress
12-18 months (counse work)
2 year (by research)

Doctorat Degree
3 year typically

অস্ট্রেলীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিয়মকানুন এই নিবন্ধে যুক্তরাজ্যের নিয়মকানুন (যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা অংশ দেখুন) অংশ দেখুন। এবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে ভিসার জন্য প্রথমে ঢাকাস্থ অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনে যোগাযোগ করুন। ভিসা আবেদনের জন্য নিম্নিলিখিত অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হয় :

Flat # 3/C, Taj Casilina, S.W(I)
25 Gulshan Avenue, Gulshan-1
Dhaka
Ph : 8825973
E-mail : info@vfs-au.com.bd

আবেদন করার পর সমস্ত কাগজপত্র ঠিক থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনাকে অস্ট্রেলিয়া ইমিগ্রেশন অফিস PVA (Pre Visa Assessment) দেয়ার জন্য ডাকবে। PVA পাবার পর যে প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি হয়েছেন, ওখানে এক বছর কিংবা এক সেমিস্টারের টিউশন ডিপোজিট পাঠাতে হবে। ডিপোজিট পাবার পর প্রতিষ্ঠান থেকে ইমিগ্রেশন অফিসে জানিয়ে দেবে ফি নিশ্চিতকরণ পত্র। পুনরায় আপনাকে ডাকা হবে ভিসা সংগ্রহের জন্য। মনে রাখবেন, ক্ষেত্রবিশেষে আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারও নেয়া হতে পারে। আপনি যদি কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চান, তাহলে ঐ সংস্থা ভিসা ও ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতা করবে।

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনার খরচের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা :

Tafe Course A$ 8,000- A$ 10,000 (per year), Degree Course- A$ 12,000- A$ 17,000 (per year), Masters Course- A$ 12,000- A$ 20,000 (per year), Laboratory based Degree course in Science & Engineering- Upto A$ 20,000 (per year), Foundation studies- A$ 12,000 (per year), Accommodation & food- A$ 10,000- A$ 13,000 (per year)

বিবিধ প্রসঙ্গ : বিদেশে উচ্চশিক্ষায় কেন একজন শিক্ষা পরামর্শদাতা অথবা কানসালটেন্সি সংস্থার সাহায্য নেবেন?

সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এমতাবস্থায় একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ভিনদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ স্বপ্নের মতোই। বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিশন ডাইরেক্টর, বরাবর বিস্তারিত জানিয়ে ইংরেজিতে চিঠি লেখতে হয়। তাছাড়া একেকজনের আর্থিক সঙ্গতি একেক রকম। এভাবে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করতে কেটে যায় প্রায় এক বছর। আবেদন করা এবং ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে লাগে আরও ২ মাস। সব মিলিয়ে ছাত্রজীবন থেকে দেড় বছর নষ্ট হয়ে যায়- যা পরবর্তীতে স্ট্যাডি গ্যাপ নামেই পরিচিত হয়। একদিকে যোগাযোগ এবং আবেদনের জন্য আর্থিক অপচয় এবং অন্যদিকে সময়েরও অপচয়।

আপনি যদি কোনো প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃতি শিক্ষা পরামর্শদাতার কাছে যান, তাহলে ওই সংস্থা বা ব্যক্তি আপনাকে কি কি ধরনের সুবিধা দিতে পারে :

১. এক থেকে দুই দিনের মধ্যে আপনাকে সঠিক কোর্স, কম খরচে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃত্তি সংস্থার বিবরণ, সহজভাবে ভিসা পাবার পরামর্শ এবং আরও অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে।

২. বিদেশে খন্ডকালীন চাকরির পরামর্শ, আহার ও বাসস্থান, মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, ব্যাংক একাউন্ট খোলা, ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় সহযোগিতা দিতে পারে।

৩. আপনার সমস্ত কাগজপত্র ইংরেজি ভার্সন ও সত্যায়িত করা, পাসপোর্ট আবেদনে সহযোগিতা, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পেতে সহযোগিতা করতে পারে।

৪. সঠিকভাবে স্পন্সরশিপ তৈরি করাতে সহায়তা করতে পারে।

৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে Noc (No Objection Certificate) পাবার ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে।

৬. বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাতে এবং স্থানীয় ব্যাংকে স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে সহায়তা করতে পারে।

৭. বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিসহ যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতে পারে।

৮. ইমিগ্রেশন এবং মাইগ্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান করতে পারে।

৯. কোনো কোনো দেশের ক্ষেত্রে (যেমন- আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড) আপনার পক্ষে ওই দেশের দূতাবাসে ভিসার জন্য আবেদন-

অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা

1. Australian National University
Canberra, ACT-0200, Australia
web : www.anu.edu.au
2. Australian Catholic University
International Education office
40 Edward Street, North Sydney
New South wales, 2059 Australia
web : www.acu.edu.au
3. Bond University
Gold Coast, Queensland 4229
web : www. bond. edu.au
4. Central Queensland University
Bruce Highway, North Rockhampton
Queensland 4702, Australia
web : www. cau. edu.au
5. Charles Sturt University
Post Box- 588, Wagga wagga
New south wales 2678 Australia
web : www.csu.edu.au
6. Deakin University
336, Glenferrie Road
Malvern, Melbourne
Victoria 3144, Australia
web : www. deakin. edu.au
7. Edith Cowan University
Pearson street, Churchlands
perth, western Churchlands
Perth, western Australia 6018
Australia
web : www. ecu. edu. ac
8. Griffith University
International Centre
kessels Road, Nathan
Brissbane, Queensland 4111
Australia
web : www.gu.edu.au
9. James cook University
Townsville, Qeensland 4811
Australia
web : www. jcu.edu.ac
10. La Trobe University
Melbourne, Vicrtoria 3086
Australia
web. www. latrobe.edu.au
11. Monash University
900 Dandenong Road
Caulifield East, Melbourne
rictoria 3145, Australia
web : www.monash.edu.au
12. Northern Territory University
Derwin, Northern Territory 0909
Australia
web : www. ntu. edu. au
13. Univeristy of Adelaide
North Terrace, Adelaide
South Australia 5005
Australia
web : www.adelaide.edu.au
14. University of Melbourne
Parkville, Melbourne
Victoria 3010, Australia
web : www. unimelb.edu.au
15. University of Queensland
Sir Fred Schonell Dirve
St. Lucia, Brisbane,
Queensland, 4072, Australia
web : www.uq.edu.au
16. University of sydney
Level-2, Margaret Telfer Bldg
71-79 Arundel Street,
Sydney, Nsw 2006, Australia
web : www. usyd.edu.au
17. University of Tasmania
GPO Box # 252-38
Hobart, Tasmania 7001
Australia
web : www. utas.edu. au
18. University of wollongong
Northfield Avenue, woolongong
New South wales 2500
Australia
web : www. uow.edu.au
19. Tafe NSW
Information Centre
York street, sydney
NSW 2000, Australia
web : www.tafensw.edu.au

সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকে।

১০. প্রি-ডিপারচার এবং প্রি-ভিসা সংক্রান্ত সেশন করাতে পারে।

১১. আপনাকে সঠিক সময়ে, সঠিক কোর্সে নির্দিষ্ট বাজেটে ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

১২. আপনার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার সম্বন্ধে গঠনমূলক উপদেশ দিতে পারে।

সবকিছু পারার পরও কিন্তু কোনো কোম্পানি আপনাকে ১০০% ভিসার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যদি কেউ কেউ দেয় সেটা শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতারণার শামিল। কখনোই কোনো কনসালট্যান্সি সংস্থার লোভনীয় বিজ্ঞাপনে আপ্লুত হবেন না এবং আবেগে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না মনে রাখবেন। আপনার প্রস্তুতির জন্য কারো না কারোর ওপর আস্থা রাখতে হবে এবং সঠিক সংস্থা নির্বাচন করা আপনার দক্ষতা ও সার্থকতা।

বিভিন্ন এডুকেশন কনসালট্যান্সি সংস্থাকে কিভাবে সরকারের সমন্বয়ে কাজ করা উচিত, এরূপ একটি খসড়া নীতিমালা :

১. বাংলাদেশে যে সকল শিক্ষা পরামর্শদাতা ও পরামর্শ বিষয়ক সংস্থা রয়েছে এদের সবাইকে ৪টি দপ্তর থেকে অনুমতি নিতে হবে-

ক. সিটি কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক ট্রেড লাইসেন্স

খ. করদাতা নিবন্ধিকরণ

গ. প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র

ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র

২. যিনি সংস্থাটি পরিচালনা করবেন, তার অবশ্যই বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জ্ঞান থাকতে হবে। কোম্পানিতে কমপক্ষে ২ জন শিক্ষা-পরামর্শদাতা ফুলটাইম নিয়োগ করতে হবে।

৩. যে সকল বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজারজাত করতে ইচ্ছুক, তাদের একটি করে স্মারক প্রসপেকটাস ও বাজারজাতকরণের কোনো চুক্তিনামা বা অনুমতিপত্র (ফটোকপি) যথাক্রমে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে।

৪. যদি পত্রিকায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞাপন দিতে চায়- তাহলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক।

৫. সমস্ত শিক্ষা পরামর্শ বিষয়ক সংস্থাগুলো একটি জাতীয় কমিটি বা সংগঠন তৈরি করবে, যার মাধ্যমে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

৬. যে সকল ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাবে- ভিসাপ্রাপ্তির পর প্রত্যেকেরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের NOC নেয়া বাধ্যতামূলক যা এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশনকে বহির্গমনের সময় জমা দেবে।

৭. যদি কোনো কোম্পানি কোনো শিক্ষার্থী কিংবা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতারণা করে, তাহলে সরকার ও এসোসিয়েশন (জাতীয় কমিটি) আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. যে সকল দেশে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী প্রেরণ করবে- ঐ সব দেশের দূতাবাসগুলোতে একটি করে কোম্পানি প্রোফাইল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিনামা (ফটোকপি) প্রেরণ করবে।

৯. প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হারে একটি সার্ভিস চার্জ শিক্ষার্থীদের থেকে নেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় এসোসিয়েশনের সঙ্গে সভা করে সার্ভিস চার্জ নিরূপণ করতে পারে।

১০. প্রতি বছর প্রতিটি কোম্পানি সরকারকে একটি বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করবে এবং তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা-অসুবিধা সরকারকে জানাতে পারে। প্রতিটি কোম্পানি থেকে কতজন বিদেশে পড়াশোনা করতে গেছে, তার ওপর একটি ডিরেক্টরি থাকা ভালো।

আজকাল কিছু কিছু অসাধু এডুকেশন কনসালটেন্সি সংস্থা নিরীহ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছে। প্রতারণার কৌশলগুলো নিম্নরূপ-

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কিছু কিছু কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় যেমন-

ক. সাক্ষাৎকার ছাড়া ১০০% ভিসার নিশ্চয়তা

খ. টিউশন ফি ইনস্টলমেন্টে দেবার সুব্যবস্থা

গ. পোল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা কলেজ কর্তৃপক্ষ ভিসার ব্যবস্থা করবেন

ঘ. ইউরোপে উচ্চশিক্ষা ভর্তি- ও ভিসার একশ' ভাগ নিশ্চয়তা

ঙ. লন্ডনে উচ্চশিক্ষা- ছাত্রীদের জন্য ভিসা পাবার সমূহ সম্ভাবনা

চ. জাপানে উচ্চশিক্ষা- জাপানি ভাষাসহ বিভিন্ন ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি

ছ. ফিনল্যান্ডে বিনা বেতনে পড়ার অপূর্ব সুযোগ

জ. ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা- কোনো ভিসা ইন্টারভিউ লাগবে না

ঝ. বিদেশে উচ্চশিক্ষা- মাসিক ৭০/৮০ হাজার টাকা আয়ের সম্ভাবনা।

ঞ. উচ্চশিক্ষায় লন্ডন- বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস না করে অফিসে এসে আমাদের সফলতা যাচাই করুন।

এছাড়া আরও দেখা যায় ইউকে এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভর্তি ও ভিসা গ্যারান্টি। ফ্রি অফার লেটার দেওয়া হয়। বিদেশে স্টাডি+ভ্রমণ এবং ভিসার আগে বা পরে কোনো সার্ভিস চার্জ নেই। উচ্চশিক্ষা ও ভ্রমণে ১০০% ভিসার নিশ্চয়তা, লেনদেন ভিসা পাওয়ার পর।

২. ৫ ডিসেম্বর, ২০০৪ দৈনিক জনকণ্ঠে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 'বিদেশে শিক্ষার্থী পাঠানোর নামে আদম ব্যবসা। শিক্ষামেলার মাধ্যমে অভিনব প্রতারণা' কয়েকটি সংস্থা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে শিক্ষামেলার নামে ব্যবসা শুরু করেছে। অনেকে আবার শিক্ষামেলায় ভর্তি বুকিং দিলে র‍্যাফেল ড্র'র ব্যবস্থাও করেছে।

একটি সংস্থা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে রীতিমতো প্রচার করেছে যে, ঢাকা শেরাটন মেলায় লাখ লাখ দর্শনার্থীর ভিড়ে যারা ভর্তি হতে পারেননি কিংবা যোগাযোগ করতে পারেননি, তারা চট্টগ্রাম মেলায় আসুন। এসব শিক্ষা মেলার বেশির ভাগ স্টলে বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈধ প্রতিনিধিগণ সরাসরি

অনুপস্থিতি। স্থানীয় কিছু ছেলে-মেয়ে সাজগোজ করে স্মার্ট দর্শনে স্টলে বসে থাকে কিছু ফটোকপি (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়সূচক তথ্য) পেপার নিয়ে। কেউ কেউ বলছে, মাধ্যমিক পাস করে মালয়েশিয়া গিয়ে ওখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সমমান সম্পন্ন করে সহজেই অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডে ট্রান্সফার হওয়া যায়। কেউবা আবার বলে থাকে অমুক দেশে টিউশন ফি ফ্রি এবং চাকরির নিশ্চয়তা। দৈনিক জনকণ্ঠের এ ধরনের অনুসন্ধানী রিপোর্ট সত্যিই প্রশংসার যোগ্য এবং সাহসী পদক্ষেপ।

৩. কয়েকটি কোম্পানি পত্রিকায় ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে, তারা ISO সনদপত্র এবং বাংলাদেশের প্রথম ISO স্বীকৃত কোম্পানি। একে অপরকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আক্রমণও করেছে এবং উভয় সংস্থা দাবি করেছে তারা সর্বপ্রথম ISO সনদপ্রাপ্ত কানসালট্যান্সি কোম্পানি। অথচ বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত কানসালটেন্সি সংস্থা রয়েছে যারা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং বাজার দখলে বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে।

৪. কিছু কিছু সংস্থা নিজেরাই অ্যাডমিশন লেটার তৈরি করে দেয় এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আগাম অর্থ গ্রহণ করে এবং ভিসা প্রত্যাখ্যান হলে টিউশন ডিপোজিট ফেরত দিতে গড়িমসি করে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ঐসব সংস্থায় ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হতে হয়। কেউ কেউ অবশ্য আইনের আশ্রয় নেয় এবং এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ টাকা ফেরত পাবার পরিবর্তে আরো খরচ হয়।

৫. কোনো কোনো সংস্থা শিক্ষার্থীদের জানায় যে অমুক দূতাবাসে তাদের লোক আছে এবং ভিসা ১০০% নিশ্চিত। ভিসার পর একটা বিরাট অঙ্কের অর্থ দাবি করে থাকে ঐসব সংস্থা। আসলে পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যা। কোনো দূতাবাসের কর্মচারীরা এ ধরনের অসৎ এবং অবৈধ কাজে কোনো সংস্থাকে সহযোগিতা করে না এবং এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়।

৬. কেউ কেউ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সময়মতো টিউশন ডিপোজিট পাঠায় না এবং এতে করে শিক্ষার্থীর সেশন পিছিয়ে যায়। অনেক সংস্থা শিক্ষার্থীদের থেকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশে আবাসিক ব্যবস্থার বিশেষ ফিও ধার্য করে থাকে।

৭. কোনো কোনো সংস্থা ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ভিসা গাইডলাইনস্ দেবার আগেই আগাম সার্ভিস চার্জ দাবি করে থাকে। এতে করে একজন শিক্ষার্থীর ওপর আর্থিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপ পড়ে।

৮. কিছু সংস্থা আছে যারা রি-ফান্ড দিতে চায় না এবং শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো দেশে পুনরায় আবেদন করার জন্য চাপ দিতে থাকে। এতে করে একজন ছাত্র বা ছাত্রীর সঠিক দিকনির্দেশনা ব্যাহত হয়।

৯. কেউ আবার পত্রিকায় ফলাও করে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে যে, IELTS কোর্স ফ্রি। কোনো না কোনো কারণ দেখিয়ে বিশেষভাবে ঠিকই তারা IELTS কোর্স ফি নিয়ে থাকে। IELTS এমনই একটা কোর্স যা কখনোই ফ্রি সম্ভব নয়। এজন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় অডিও ভিজ্যুয়াল জিনিসপত্র ও বই কিনতে হয় এবং বেশ কয়েকটি লেকচার সতর্কতার সঙ্গে ফলোআপ করা দরকার হয়।

১০. কোনো কোনো সংস্থা কিছু নিম্নমানের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজারজাতকরণে বেশ ব্যস্ত। এসব সংস্থা ও নিম্নমানের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা হাতিয়ে নিচ্ছে এবং ফেরতের বেলায় গড়িমসি করছে। স্থানীয় কিছু অসাধু কোম্পানি বড় অঙ্কের কমিশনের লোভে এ ধরনের বাজারজাত করে থাকে। অথচ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেও ভিসা পাবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

১১. নব্বইয়ের দশকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি সংলগ্ন মার্কেটে সিআইএস নামক একটি সংস্থা ছিলো। ব্যবসা করতে করতে হঠাৎ করে রাতারাতি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের ডিপোজিট নিয়ে সংস্থাটির পরিচালকবৃন্দ সরে পড়ে। এতে অনেক নিরীহ ছাত্রছাত্রীর সর্বনাশ হয়েছে। আর্থিক, মানসিক এবং সামাজিক সব দিক থেকেই দারুণ দুর্ভোগের শিকার হয়েছে শিক্ষার্থীরা। অনেকে আইনের আশ্রয় নিয়েও কোনো সুবিধা করতে পারেনি। ঠিক এমনভাবে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা কিছুসংখ্যক স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং কোম্পানি অবৈধভাবে ব্যবসা ও লেনদেনে লিপ্ত। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধে করা গেল। মনে রাখবেন, আপনার অসাবধানতার কারণেই যে কোনো বড় ধরনের আর্থিক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারেন। সুতরাং বড় বড় বিজ্ঞাপন দেওয়া মানেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সংস্থা নয়।

ক্রেডিট ট্রান্সফার ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে আজকাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। এদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। ... প্রশাসনের নাকের ডগায় এরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে প্রতারণা করে যাচ্ছিলো। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্টে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সতর্ক করা হয়েছে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খানিকটা দেরিতে হলেও সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এ ক্ষেত্রে। আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সঠিক ও কাঠামোগত মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করবে।

দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান ক্রেডিট আওয়ার হিসেবে পাঠদান করা হয়। ধরে নিই, একজন শিক্ষার্থীর চার বছর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স সম্পন্ন করতে ১৪০ ক্রেডিট আওয়ার দরকার হয়। অর্থাৎ বছরে ৪০ ক্রেডিট আওয়ার করা হয়। এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী যদি কোনো বিদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে চায় তাহলে তাকে কমপক্ষে বা ন্যূনতম ৬০-৮০ ক্রেডিট বাংলাদেশে সম্পন্ন করতে হয়। অর্থাৎ কোর্সের মাঝামাঝি পর্যায়ে ট্রান্সফার করা যায়। তবে কত ক্রেডিট গ্রহণযোগ্য হবে এবং বিয়োগ হবে সেটা নির্ভর করে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামের ওপর এবং শিক্ষার্থীর CGPA কত এগুলোর ওপর বিবেচনা করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৩০ ক্রেডিট করেও বিদেশে ট্রান্সফার হওয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়তো নতুন ছাত্র হিসেবে ভর্তি হতে হয়।

দূরশিক্ষণ বা Distance Education : আজকাল আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী অফিসার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত কর্মচারীদের জন্য দূরশিক্ষণ চালু করেছে। শুধু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, রিসার্চ এবং ডক্টোরাল লেবেল ব্যক্তিবর্গের জন্য এসব দূরশিক্ষণ কোর্স উপযুক্ত। যুক্তরাজ্যে Open University রয়েছে যা দূরশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। তেমনি আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট ইউনিভার্সিটিও দূরশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। তবে পাশাপাশি বেশ কিছু সংস্থা গড়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রে, যারা নামে মাত্র একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধন করে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষার নামে প্রতারণা করছে। এসব ডিগ্রি ১০০-২০০ আমেরিকান ডলারে কেনা যায়। আমাদের দেশেও আজকাল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কিছু অজানা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ ক্যাম্পাস। এটা স্রেফ ব্যবসা মাত্র। ঐ ডিগ্রি বিশ্বব্যাপী কতটুকু সমাদৃত এবং স্বীকৃত তা জানার উপায় নেই। আর এমনিভাবে বিদেশী ডিগ্রি দেবার নামে মানুষের কাছ থেকে তারা মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে দায়বদ্ধ ঠিক এমনই বাংলাদেশে যেসব দূরশিক্ষণ ক্যাম্পাস আছে, সেগুলোরও সঠিক নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে আর একটু বলা যায় যে, ইদানীং জাতীয় দৈনিকগুলোতে ফলাও করে কয়েকটি সংস্থা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে, বাংলাদেশে কানাডার অমুক কলেজের ক্যাম্পাস। ঢাকার এ ক্যাম্পাসটি সরাসরি কানাডা হতে পরিচালিত হবে এবং কানাডিয়ান ফ্যাকাল্টি সরাসরি তত্ত্বাবধান করবে। কলেজটির বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, টিউশন ফি কানাডিয়ান ডলারে পরিশোধ করতে হবে। অথচ এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হবার সপ্তাহখানেক পর পত্রিকায় আবার বিজ্ঞাপনে দেখা গেল যে, কানাডিয়ান কলেজটির জন্য ফ্যাকাল্টি অ্যাসিস্টট্যান্ট দরকার। এরপর আরো খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, ঢাকার কানাডিয়ান কলেজে এক অথবা দুই

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : ***সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০***
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।

সেমিস্টার কোর্স সম্পন্ন করলে এখান থেকেই কানাডা ক্যাম্পাসে ভর্তি হওয়া যাবে এবং ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী এ সংস্থাই সম্পাদন করবে। সুপ্রিয় পাঠকগণ আপনারা যারা এসব ব্যাপারে উৎসাহী, দয়া করে বিস্তারিত তথ্য সঠিকভাবে ঢাকাস্থ কানাডা হাইকমিশন থেকে জেনে নিন। একটি কথা সবাইকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, যে দেশেরই ক্যাম্পাস ঢাকা বা অন্য কোনো জেলায় থাকুক না কেন এখানে ভর্তি হলে এবং পড়াশোনা করলেই যে আপনি ঐসব দেশের ক্যাম্পাসে ট্রান্সফার হতে দ্রুত ভিসা পেয়ে যাবেন, এটা ঠিক নয়। আমি তো মনে করি কোনো বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে তাদের শাখা চালু করলে অবশ্যই কয়েকটি দপ্তরের অনুমতি নেয়া উচিত। যেমন:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
খ. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
ঘ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ঙ. বিনিয়োগ বোর্ড
চ. বাংলাদেশ ব্যাংক
ছ. আয়কর ও ভ্যাট অধিদপ্তর

সরকারকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী শিক্ষক বা কর্মচারী নিয়োগ হলে- তাদের ওয়ার্ক পারমিট এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় অনুমতি আছে কি না। আরও দেখতে হবে বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো লেনদেন হচ্ছে কি না এবং এ সংক্রান্ত বৈধ অনুমতি আছে কি না। অন্যথায় এ ধরনের ভুয়া বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে উচ্চশিক্ষাকে বাণিজ্য করে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অবাধে পাচার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও সরকারের দায়বদ্ধতা : বিগত সরকার ও বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষায় দেশের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিচ্ছেন। আমাদের দেশে প্রতি বছর যে তুলনায় শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে, সে তুলনায় কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা নেই। ফলে যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ে এবং যারা মোটামুটি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বিভাগে পাস করেছে এদের বেশির ভাগই উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যেতে চায়। সবার ইচ্ছা থাকলেও অনেকেরই যোগ্যতা আছে কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। আবার অনেকে বিভিন্ন অসাধু কনসালটেন্সি সংস্থার মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে নিরাশ হয়।

আমাদের দেশের সনাতন উচ্চশিক্ষার রূপ পরিবর্তন হওয়া উচিত। একটি পাস কোর্স এবং অপরটি অনার্স কোর্স। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর কোর্স। এছাড়া স্নাতক পাসের পর শিক্ষার্থীরা দিশেহারা হয় চাকরির জন্য। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা শেষে চাকরির ব্যবস্থা একেবারেই নেই। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত পরীক্ষার পরপরই শিক্ষানবিস হিসেবে বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পেয়ে থাকে। এ ছাড়া ভোকেশনাল, প্রফেশনাল কোর্স সম্পন্ন করার পরও ঐ সব দেশে প্রয়োজনীয় চাকরির ব্যবস্থা থাকে। ক্রমাগত সেশন জট, ছাত্র-রাজনীতি এবং শিক্ষকদের দলীয়করণ আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭-৮৮ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ১০৪ দিন মোট ২২২ দিন, ১৯৮৮-৮৯ সালে নির্ধারিত ১১৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৩৩ দিনসহ মোট ১৫১ দিন, ১৯৮৯-৯০ সালে নির্ধারিত ১২৮ দিনসহ অনির্ধারিত ৫৮ দিন মোট ১৮৬ দিন, ১৯৯০-৯১ সালে নির্ধারিত ১১৪ দিনসহ অনির্ধারিত ৫১ দিন মোট ১৬৫ দিন, ১৯৯১-৯২ সালে নির্ধারিত ৫০ দিনসহ অনির্ধারিত ৯০ দিন মোট ১৪০ দিন (৩১-১২-১৯৯১ পর্যন্ত) বন্ধ ছিল। অবশ্যই এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি নির্ধারকগণ, রাজনীতিবিদ, ছাত্র-রাজনীতি এবং সরকার দায়ী। এ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার তিন যুগেরও বেশি সময় পার হলো অথচ এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। সুতরাং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতির প্রতি সরকারের একটি জবাবদিহিতা থেকে গেছে। উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়। এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হলো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা, কৃষি, ইত্যাদি শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, নিম্ন থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত, তার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ জন্যই প্রত্যেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সে দেশের সমাজ ব্যবস্থারই প্রতিফলন ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা সামগ্রিক কাঠামো এবং কতগুলো স্তর আছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উচ্চতর স্তর নিম্নতর স্তর বা

কয়েকটি দেশের স্কলারশিপ (বৃত্তি) সংস্থার ঠিকানা এবং কিছু জরুরি ওয়েবসাইট ও দূতাবাসের ঠিকানা:

1. Australian National University
Canberra, A.C.T 2601, Australia
2. New Zealand Vice Chancellors Committee
C/O Victoria University, P.O.Box- 600, Wellington, New Zealand.
3. Chuo University
742-1 Higashinakano, Hachioji-shi, Tokyo-192-03, Japan
4. International Kyowa Scholarship Organizations
Room-201, Shuwa Residence
2-4-7 Nagatacho Chiyoda-Ku, Tokyo-1000, Japan
5. Kambayasli Scholarship Foundation
Three Oaks Building, 1, Funamachi, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan
6. Rotary Yoneyama Memorial Foundation Inc.
8th floor, ABC Building, 6-3, Shiba Koen, 2 Chome Minato-Ku Tokyo 105, Japan
7. National University of Singapore
10 Kent Ridge Crescent, Singapore-0511
8. Ministry of Education Scholarship Centre
Scholarship Centre, Pohjoisranta 4A4, 00170 Helsinki, Finland
9. German Academi Exchange Service
Kennedyallee 50, 5300 Bonn 2, Germany
10. World University Service
German Committee, Go ebenstrasse-35, 6200 wiesbaden, Germany
11. Organization for International Technical & Scientific Co-operation
Nagy Lajos Kiraly Utja 202
1149 Budapest, Hungary

উপরোক্ত ঠিকানাগুলো ছাড়া আপনি আরও হাজার হাজার বৃত্তি সংস্থার ঠিকানা ওয়েবসাইট থেকে পেতে পারেন। যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে লিখুন Scholarship Organizations for Higher & Further studies in USA/UK/Australia/New Zealand এমন। মুহূর্তে ভেসে উঠবে হাজার হাজার বৃত্তি সংস্থার বিবরণ।

ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রদত্ত বিভিন্ন বৃত্তির তালিকার ওয়েবসাইট :
www. british council. org/education/adu/index.htm
www. fco. gov. uk
www. ukcosa.org.uk
www. dsc.org.uk
www. education.uk.org
www. scholarship-search.org.uk
www. acf.org.uk/foundations/
www. fundersonline.org
www. ahrb.ac.uk
www.prospect. csu.ac.uk/student/pgdir/index.htm

উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু জরুরি ঠিকানা ও ওয়েবসাইট

1. Department for Education & Skills (DFES)
International students Team
Sanctuary Building
Great Smith street
London SWIP 3BT, UK
Ph : 44-(0) 207-925-5324
Fx : 44-(0) 207-925-6965
2. Student Award Agency for Scotland
Gyleview House
3, Redheaughs Rigg. South Gyle
Edinburgh E H12, 9HH, UK
web : www. student-support-saas.gov.uk
3. www. csfp-online.org
4. Royal Society Fellowship (www.royalsoc.ac.uk)
5. British Marshall Scholarhsip (www. marshallscholarship. org)
6. Fulbright Scholarship (www. iie. org) (www.iserver.iie.org/cies) (www. fulbright.co.uk)
7. www. britishcouncil. org/bangladesh
8. www. education uk.org
9. British Tourist Authority (www. visitbritain. com)
10. Scottish Tourist Board (www. visitscotland. net)
11. British Universities Accommodation Consortium (www. buac.co.uk)
12. Plus National Union of students (www. nus.org.uk)
13. Youth Hostels Association (YHA)- (www. yha.org.uk)
14. Wales Tourist Board (www. visitwales.com)
15. British Rail (www. nationalrail.co.uk)
16. ARELS (Association of Recognized English Language Services) (www. arels.org.uk)
17. BAC (British Accreditation Council of Independent Further and Higher Education)- (www. the bac. org)
18. HM Customs & Excise (www. hmce.gov.co.uk/public/index. html)
19. Immigration Advisory Service (IAS)- (www.iasuk.org)
20. www. ukvisas.gov.uk/enquiries
21. International Education Board, Ireland (www. educationireland.ie)
22. www. mei.ie (Marketing English in Ireland)
23. Science foundation Ireland (SFI) (www.sfi.ie)
24. Central Application Office, Ireland (www.cao.ie)
25. Department of foreign Affairs (www.gov.ie/iveagh)
26. Department of Justice, Ireland (www.justice.ie)
27. Training & Employment Authority (www. fas. ie)
28. Further Education & Training Awards Council (www. fetac.ie)
29. Higher Education & Training Awards Council (www.hetac.ie)
30. Irish Council for International students (www.icosirl. ie)
31. National Qualifications Authority Ireland (www.nqai.ie)
32. Ministry of Education
Bangladesh Secretariat,
Building-6 (18th floor)
Dhaka-1000.
PABX-7163639-43, 7163645-49
Fax : 88-02-7167577
33. University Grants Commission
Agargaon, Shere-e Banglanagar, Dhaka-1207
34. Ministry of Expatriate's welfare And Overseas Employment
Bangladesh Secretariat,
Building # 7 (4th floor),
Dhaka-1000.
35. Australian High Commission
184 Gulshan Avenue, Dhaka
Ph : 8813105 Fax : 8811125
36. Canadian High Commission
House # 16/A, Road # 48
Gulshan-2, Dhaka
Ph : 9887091-7, 8813552-4
Fx : 8823043, 8826585
37. Royal Danish Embassy
House-1, Road-51
Gulshan, Dhaka
Ph : 8821799, 8822499, 8822699
Fx : 8823638
38. Embassy of the Federal Republic of Germany
178 Gulshan Avenue, Gulshan-2
Dhaka
Ph : 8853521-24
Fx : 8853528
39. Embassy of Japan
House-5&7, Dutabash Road, Baridhara, Dhaka
Ph : 8810087, Fx : 8826737
40. British High Commission
United Nations Road
Baridhara, Dhaka
Ph : 8822705-9
Fx : 8823437
41. Embassy of Sweden
House-1, Road-52
Gulshan-2, Dhaka
Ph : 8824761-4
Fx : 8823948
42. Embassy of Ireland
230 Jor Bagh
New Delhi-110003, India
Ph : 91-(011) 24626733, 24626741, 24626743
Fx : 91-(011) 24697053
43. High Commission of New Zealand
50-N, Naya Marg, Chanakyapuri
New Delhi-110 021, India
Ph : 91-(011) 26883170
Fx : 91-(011) 26883165

স্তরগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল। কারণ প্রাথমিক স্তরে যদি শিক্ষা ঠিকমতো না হয়, তাহলে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা কখনো ঠিকমতো বা ভালো হতে পারে না। আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বুনিয়াদ যদি শক্ত না হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো সঠিক অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ল্যাব, ফুলটাইম ফ্যাকাল্টি, ক্লাসরুম ফ্যাসিলিটি, শিক্ষার্থীদের বিনোদন ব্যবস্থা, আবাসন ব্যবস্থা ইত্যাদির অভাব রয়েছে। এসব ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির দায়-দায়িত্ব শুধু সরকারের একার নয়, সঙ্গে সঙ্গে সচেতন মহলেরও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকরা এখনো উচ্চতর গবেষণায় বিদেশে গিয়ে অভিবাসন করে। এছাড়া একশ্রেণীর সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এখনো বিদেশে প্রশিক্ষণ কিংবা সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে গিয়ে অভিবাসন করে। এসব কাজের দায়-দায়িত্ব কার!

হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এর মধ্যে কতজন উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফেরত আসছে। তাছাড়া দেশে ফিরে সঠিক কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তাই বা কোথায়। এখনও বিসিএস নির্বাচনে ডাক্তার হয় ব্যবসা প্রশাসনের কর্মকর্তা, প্রকৌশলী হয় জনশক্তি বিভাগের কর্মকর্তা। উচ্চশিক্ষার প্রকৃত আদর্শ হলো- একজন ছাত্র বা ছাত্রী যে বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নিয়েছে, সে ঐ বিষয়ে পেশাদারী হবে এবং পরবর্তীতে ইচ্ছানুযায়ী ঐ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের ব্যাংকগুলোর সহজ শর্তে ঋণ দেয়া উচিত। ব্যাংকের এতো অলস অর্থ পড়ে থাকে- কিন্তু সরকার যদি একটু সুনজর দিতো দেশের ছাত্রসমাজ ও যুবসমাজের দিকে, তাহলে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে আমাদের সূচক আকাশছোঁয়ার দিকে এগুতো। কথায় কথায় আমরা মেধা পাচার বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু মেধার মূল্যায়ন করুন, মেধাকে সঠিক কাজে লাগান- দেখবেন মেধা থেকে লাখ লাখ মেধা তৈরি হবে। যারা স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে সহায়তা করবে।

E-mail : zakir 787@fizzmail.co.uk